পাক্ষিক

ان الدين عند الله الاسلام

পাক্ষিক আহ্‌মদী

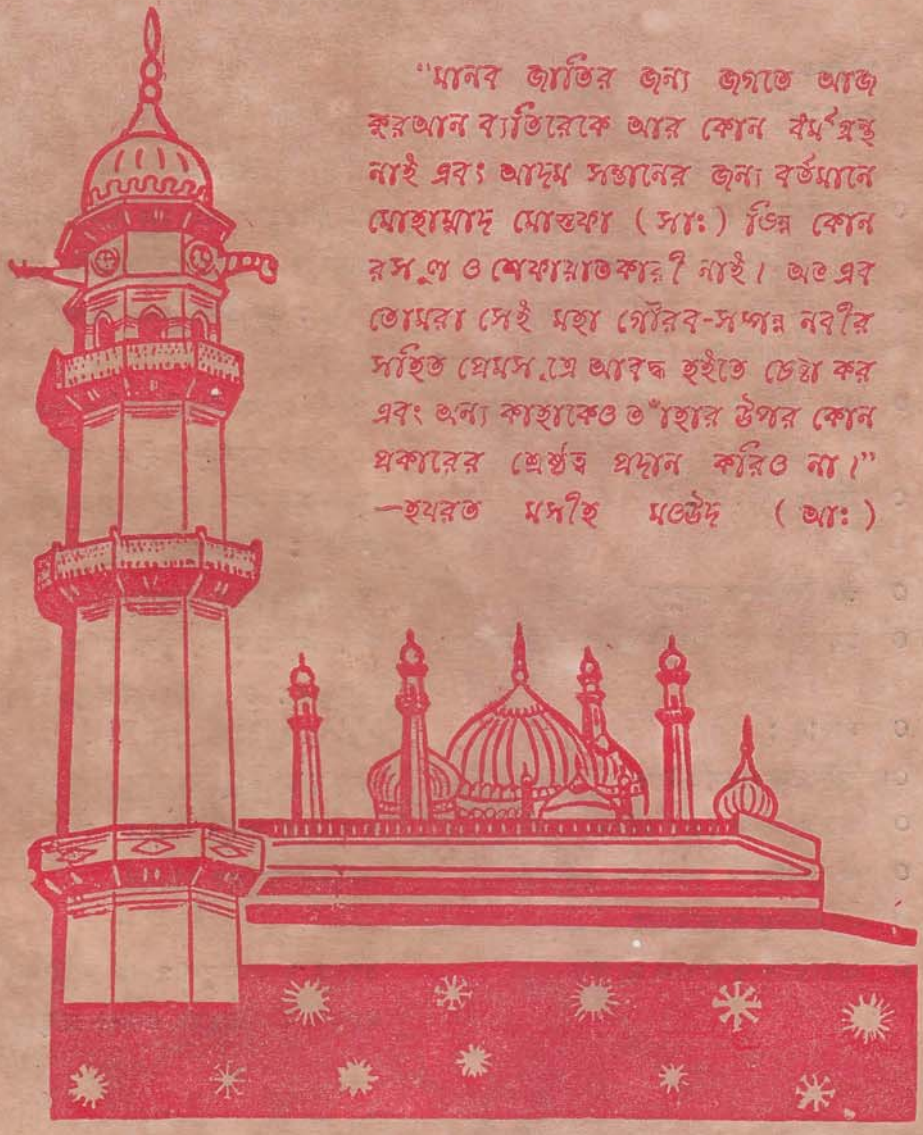

"মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসূল ও শেফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব-সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।"
—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

সম্পাদক :— এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩০শ বর্ষ : ১১ শ সংখ্যা

২৮শে আশ্বিন, ১৩৮৩ বাংলা : ১৫ই অক্টোবর, ১৯৭৬ ইং : ২০শে শাওয়াল, ১৩৯৬ হিঃ

বার্ষিক চাঁদা : বাংলাদেশ ও ভারত : ১৫·০০ টাকা : অন্যান্য দেশ : ৫ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক
আহ্‌মদী

৩০শ বর্ষ
১১ম সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃঃ
○ আল-কুরআন : সুরা আল-মাউনের তফসীর	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) ভাবানুবাদ : মৌঃ মোহাম্মাদ, আমীর বাঃআঃ আঃ	১
○ হাদিস শরীফ : সর্দারে-দু-জাহান খাতামান্নাবিয়ীন (সাঃ)-এর প্রসংশা—৩	অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	৬
○ অমৃতবাণী : ইসলামী শিক্ষার ত্রিবিধ অবস্থা	হযরত ইমাম মাহ্‌দী মসীহ মওউদ (আঃ) অনুবাদ : ছালাহ্ উদ্দীন খন্দকার	১০
○ জুমার খোৎবা :	হযরত মুসলেহ্ মওউদ খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) অনুবাদ : শাহ মুস্তাফিজুর রহমান	১১
○ ঈদ উপলক্ষে হুজুরের বাণী	আহমদ সাদেক মাহমুদ	
○ হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর সত্যতা	মূলঃ হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মোহাম্মদ খলিলুর রহমান	১২
○ সংবাদ :		১৯
○ সুইডেন প্রেস হইতে	শাহ্ মুস্তাফিজুর রহমান	
○ আমেরিকান প্রেস হইতে	শাহ্ মুস্তাফিজুর রহমান	২১
○ আমেরিকার ডেইটনে হুজুরের সাংবাদিক সাক্ষাৎকার	আহমদ সাদেক মাহমুদ	২৩
○ এতায়াত ও কওলে মা'রুফ	হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) অনুবাদ : আহমদ সাদেক মাহমুদ	২৬

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্য্যায়ের ৩০শ বর্ষ : ১১ তম সংখ্যা

৩০শে আশ্বিণ, ১৩৮৩ বাং : ১৫ই অক্টোবর ১৯৭৬ ইং : ১৫ই ইখা, ১৩৫৫ হিজরী শামসী

তফসীরুল কুরআন

সুরা আল্-মাউন

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

মূল : হযরত মুসলহে্ মওউদ খলিফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ);

ভাবানুবাদ : মোহ্তারম মৌঃ মোহাম্মাদ, আমীর বাঃ আঃ আঃ।

এবং তাহারা নিরন্নগণের অন্ন সংস্থানের জন্য (জনগণকে) উৎসাহিত করে না। *	و لا يحض على طعام المسكين ٥

* পূর্ববর্তী আয়াতে এতীমকে যাহারা দূর দূর ছি ছি করে, তাহাদিগকে দীনের অস্বীকারকারী বলা হইয়াছে। কিন্তু বর্তমান আয়াতে নিরন্নগণের প্রতি তাহাদের ব্যবহার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, তাহারা অন্যদেরকে দরিদ্রগণকে অন্নদানে উৎসাহিত করে না। তাহারা নিজেরা অবশ্য লজ্জায় পড়িয়া হউক বা সম্মান রক্ষার্থে হউক দ্বারে আগত ভিক্ষুককে খানা খাওয়াইয়া দেয়। কিন্তু ইহাতে তাহাদের আন্তরিকতার পরিচয় নাই। যদি এ বিষয়ে তাহাদের আন্তরিকতা থাকিত, তাহা হইলে তাহারা অন্যদেরকেও এ কাজে উৎসাহ প্রদান করিত। প্রকৃতপক্ষে তাহাদের মনে আতুরের জন্য সত্যিকার সেবার আগ্রহ নাই। নচেৎ তাহারা নিরন্নগণের জন্য না চাহিতে তাহাদের অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা করিত। সমাজে সেইরূপ ব্যবস্থা প্রবর্তীত হইলে কাহারও ভিক্ষা মাগিবার প্রয়োজন হইত না।

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, এতীমের জন্য যেরূপ ধিক্কার দেওয়ার কথা বলা হইয়াছে, দরিদ্রগণের জন্য সেইরূপ ধিক্কার দেওয়ার কথা বলা হয় নাই কেন? ইহার উত্তর এই যে এতীম সাধারণতঃ অল্প বয়স্ক হইয়া থাকে। তাহাদিগকে ধিক্কার দিলে, তাহারা উহার প্রতিবাদ

করিতে পারে না। বড় জোর তাহারা কাঁদিয়া সরিয়া পড়িবে। ইহার বেশী আর কোন আলোড়ন হইবে না। কিন্তু বয়স্ক দরিদ্র ব্যক্তিকে শক্ত কথা বলিলে, সে প্রতিবাদ, শোরগোল ও প্রোপ্যাগ্যাণ্ডা করিবে। সুতরাং মানুষ সাধারণতঃ লজ্জায় ও ইজ্জতের ভয়ে তাহাদিগকে খানা খাওয়াইয়া দেয়। সুতরাং দুইটি ক্ষেত্রে ক্ষেত্রোপযোগী ও মানুষের স্বাভাবিক ব্যবহারের উল্লেখ করা হইয়াছে।

এখানে কেহ প্রশ্ন করিতে পারে যে, নীতিমূলক সৎকর্মের মোকাবেলায় এখানে খুটিনাটি বিষয়ের কেন উল্লেখ করা হইয়াছে? প্রকৃতপক্ষে এখানে সমাজ ব্যবস্থার উপর জোর দেওয়াই উদ্দেশ্য। এতীম ও দরিদ্রগণের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন জাতীয়তাবোধের দুর্বলতার লক্ষণ। যদি জাতির জন্য সেবার প্রেরণা না থাকে, তাহা হইলে জাতীয় ঐক্য কমজোর হইয়া পড়িবে এবং যদি এতীমগণের সুব্যবস্থা করা না হয়, তাহা হইলে লোকে কুরবানী করিতে কুণ্ঠাবোধ করিবে। দরিদ্রগণকে এই জন্য সাহায্য করিতে হয় যে, অসময়ে যেন তাহাদের সাহায্য পাওয়া যায়। তাহাদিগের অসময়ে যদি তাহাদিগকে সাহায্য না করা যায়, তাহা হইলে জাতির অসময়ে তাহারাও সাহায্য করিবে না। যে জাতির মধ্যে দরিদ্রগণের প্রতি ভাল ব্যবহার করা হয়, সেই জাতির দরিদ্রগণও জাতির জন্য কুরবানী দিতে আগাইয়া আসে। আমেরিকা, ব্রিটেন ও ফ্রান্সে মজুরগণও প্রভূত অর্থ পায়, সেই জন্য তাহারা মনে করে যে দেশের মধ্যে তাহাদেরও অংশ আছে। সেই জন্য তাহারা দেশের জন্য সর্বপ্রকার কুরবানী করিতে আগাইয়া আসে। সুতরাং গরীবদের প্রতি যত্নবান না হইলে, জাতীয় ঐক্য দুর্বল হইয়া যায়। পক্ষান্তরে এতীমগণের প্রতি যত্নের অভাব কুরবানীর প্রেরণাকে নষ্ট করিয়া দেয়। সুতরাং আলোচিত উভয়বিধ দোষ জাতিকে ধ্বংসের কবলে নিক্ষেপ করে।

সুতরাং ধ্বংস সেই সকল নামাযীগণের জন্য * فويل للمصلين

---

* অত্র আয়াতে "সুতরাং" শব্দটি নির্দেশ করিতেছে যে, পূর্ব বর্ণিত দুই শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গ নামাযীগণের অন্তর্ভুক্ত। নচেৎ অত্র আয়াতের কোন অর্থ হয় না। ইহা কখনও হইতে পারে না যে, কেহ দীনকে অস্বীকার করিবে, কেহ এতীমকে ধিক্কার দিবে এবং লানত পড়িবে নামাযীর উপর।

৩০তম পারার শেষের দিকের সুরাগুলি পর্যায়ক্রমে ইসলামের প্রথম ও শেষ অভ্যুত্থানের যুগের নকশা তুলিয়া ধরিয়াছে। যথা সুরা ফিল ছিল শেষ যুগের সম্বন্ধে এবং সুরা কোরাইশ হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর যুগের সম্বন্ধে। তদনুযায়ী বর্তমান সুরা শেষ যুগের

জন্য প্রযোজ্য। এই দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা ইহা সাব্যস্ত হয় যে, অত্র সুরার প্রথম আয়াতে যাহাদের কথা বলা হইয়াছে তাহারা মুসলমান এবং নামাযী। ইহা বলিতে পারা যায় না যে, মুসলমান এবং নামাযী ব্যক্তি কিরূপে দীনের অস্বীকারকারী হইতে পারে? ঘটনা প্রমাণ করিতেছে যে, আজ মুসলমানদের মধ্যে এমন এক দল আছে, যাহারা কুরআনী শিক্ষার বিপরীত বিচার দিবসে অবিশ্বাসী। মুসলমানদের মধ্যে এমন দলও আছে, যাহারা বলে, "এ জগত তো মধুর, পরকালকে কে দেখিয়াছে যে, উহার জন্য ইহকালের উপভোগ বর্জন করিব?" এই সকল লোকের সম্মুখে যদি ইসলামের নীতি সমূহ তুলিয়া ধরা হয়, তাহা হইলে, তাহারা صدقنا و امنا "বিশ্বাস করিলাম ও সত্য বলিয়া মানিলাম" বলিবে, কিন্তু বাস্তবে তাহারা ইসলামের নীতি সমূহে অন্তরে একীন রাখে না। আজ আখেরী যামানার মুসলমানগণ, যাহারা মুখে ইসলামকে স্বীকার করে, কিন্তু তাহাদের দিল ময়লাযুক্ত, এতীমগণকে তাহারা ধিক্কার দেয়, গরীবদের প্রতি কোন দৃষ্টি দেয় না। তাহারা সিনেমা দেখে, নাচগান শুনও দেখে। অতঃপর যখন তাহারা সেখান হইতে বাহির হইয়া আসে তখন তাহারা اللّٰہ اکبر আল্লাহো আকবার ধ্বনী তুলে এবং বলে যে গর্ভমেন্ট শরীয়তের উপর আমল করে না, উহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলো। এই সকল লোক স্ত্রী কন্যাগণ সহ সিনেমায় এবং নাচগানের মজলিসে যায় এবং সেখান হইতে অতি কদর্য ধরণের দৃশ্য দখিয়া আসে। সেখানে স্ত্রী-পুরুষের চুম্বন দেখান হয়। ইসলামের শিক্ষা এই যে, স্বামী-স্ত্রী যখন আরামে বসিয়া কথা-বার্তা কয়, তখন তাহাদের ছোট বাচ্চাও আওয়ায দিয়া ঘরে প্রবেশ করিবে। কিন্তু সিনেমা হলে তো একটারগণের বাচ্চা নহে বরং অন্যদের বাচ্চারাও থাকে। সিনেমায় একান্ত অশ্লীল দৃশ্য দেখান হয়, অথচ ইসলামী শরীয়তের না'রাও লাগান হয়। এ কেমন পাগলামীর কথা। মৌখিক একরার পুরা দস্তুর আছে, কিন্তু আমলের কোঠা শুন্য। সুতরাং দীনের অস্বীকার বলিতে এখানে কাফেরগণের উল্লেখ করা হয় নাই বরং মুসলমানগণের সম্বন্ধে এখানে ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছে যে, তাহাদেরই ঐরূপ অবস্থা হইবে এবং এ যুগে আমরা তাহা প্রত্যক্ষ করিতেছি। ইহাদেরকেই লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে যে, তাহারা অভিশপ্ত। তাহারা নামায পড়ে এবং নীতি বিরোধী কাজও করে। তাহারা যদি ইসলামকেই অস্বীকার করিত, তাহা হইলে ভাল হইত। কারণ সেক্ষেত্রে অন্ততঃ হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) দুর্নাম হইতে বাঁচিয়া যাইতেন। এখন সকল অভিযোগ নিঃস্কলঙ্ক সেই মহান পুন্যাত্মার উপর আসিয়া পড়িতেছে। সুতরাং পূর্ববর্তী আয়াতেও আবু জেহেলের নহে, বরং বিকৃত মুসলমানদের কথা বলা হইয়াছে। আবু জেহেল নামায পড়িত না। সুতরাং المصلين আল-মুসাল্লীনা বলিতে পূর্ববর্তী আয়াতে বর্ণিত মুসলমানগণের কথা বলা হইয়াছে।

আহমদী

১৫ই অক্টোবর—১৯৭৬ ইং

এখন প্রশ্ন উঠে যে নামাযীগণের উপর লা'নত কেন? নামায পড়ার পরিণাম তো ইহা নহে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্তায়ালা অন্যত্র বলিয়াছেন ان الصلوة تنهى عن الفحشاء والمنكر "নিশ্চয় নামায মন্দ কাজ ও মন্দ আচরণ হইতে বাঁচায়।" কিন্তু আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্তায়ালা বলিয়াছেন যে, নামাযীগণের জন্য লানত। ইহার ব্যাখ্যা পরবর্তী আয়াতে আসিবে।

যাহারা নিজেদের নামায হইতে গাফলত করে। * الذين هم عن صلاتهم ساهون ০

* অত্র আয়াতের মজমুন হইতে বুঝা যায় যে, পূর্ববর্তী আয়াতে বর্ণিত মুসল্লীগণ একেবারে বে-নামাযী নহে। তাহারা কোনও কোনও সময়ে হয়ত গাফলত করিয়া নামায পড়ে না। সাধারণতঃ তাহারা নামায পড়িয়া থাকে। কিন্তু এখানে "নিজেদের নামায" কথার দ্বারা তাহাদের নামাযের প্রকৃত স্বরূপকে উদ্ঘাটিত করা হইয়াছে। এ নামায খোদার নামায নহে। নামাযের মধ্যে তাহাদিগের দিল খোদা হইতে গাফেল থাকে। সুতরাং ইহা তাহাদিগের নিজেদের নামায। তাহারা গতানুগতিক নামায পড়ে। তাহারা এই জন্য নামায পড়ে যে নামায না পড়িলে, সমাজ তাহার সম্বন্ধে কি ধারণা করিবে, আত্মীয়গণ নারাজ হইবে, নামাযী স্ত্রী হইলে সে মন্দ বলিবে, পিতা নামাযী হইলে তিনি মন্দ বলিবেন, ভাই নামাযী হইলে, সেও মন্দ বলিবে, মোট কথা উভয় পক্ষ একে অপরের ভয়ে নামায পড়িয়া থাকে। মোল্লা মুকতাদীর ভয়ে নামায পড়ে এবং মুক্তাদীগণ মোল্লার ভয়ে নামায পড়ে। সুতরাং কোন কোন ক্ষেত্রে সম্মানজনক ব্যতিক্রম বাদে সারা কওম একে অপরের ভয়ে নামায পড়ে। সেই জন্য তাহাদের মধ্যে কেহ কাফেরদের দেশে গেলে সেখানে সে নামায ছাড়িয়া দেয়। কিন্তু কোন ইসলামী সমাবেশে গেলে, সে ইসলামী লেবাস পরিয়া যায় এবং ভাল করিয়া সকলের সমক্ষে ঘুরিয়া ফিরিয়া নিজের নামাযী হওয়ার পরিচয় দেয়। আবার কোন বড় লোক মারা গেলে তাহার জানাযায় শামিল হইয়া ধার্মিক হওয়ার পরিচয় দেয়। যদি তাহার পরকালে একীন থাকিত, তাহা হইলে সে কেন এরূপ লোক দেখানো নামায পড়িত এবং নামাযে যদি একীন না থাকে তাহা হইলে ইহার দ্বারা তাহার পরকালে একীন কিভাবে সাব্যস্ত হইবে। যদি পরকালে বিশ্বাস না থাকে, তাহা হইলে জানাযার নামাযের কি অর্থ? আসলে জানাযার নামাজ মৃত ব্যক্তির জন্য নহে বরং নিজ ঈমানের মিথ্যা প্রচারণার জন্য পড়িয়া থাকে। কারণ বড় লোকের মৃত্যুতে বেশী জনসমাগম হয় এবং এইভাবে তাহার ঈমানের প্রচারণার উত্তম সুযোগ ঘটিয়া যায়।

(এবং) যাহারা (পরস্পরের মোকাবেলায়) লোক দেখানোয় ব্যস্ত থাকে; * الذين هم يراءون ০

* আজকালের মুসলমানগণ প্রায়ই নামায একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছে। কতকলোক কেবল লোক দেখানোর জন্য নামায পড়িয়া থাকে। তাহাদের অন্তরে কোন আগ্রহ বা আল্লাহ্-

তায়ালার মহব্বত পাওয়া যায় না। কতক লোক আছে যাহারা একেবারে ধর্মহীন হইয়া গিয়াছে। তাহারা ইসলাম এবং নামায মানে না। কতকজন আছে, যাহারা পাবলিক অনুষ্ঠানে ধার্মিক সাজে এবং কতকজন প্রথাকে দৃঢ়ভাবে আকড়াইয়া আছে, কিন্তু শাঁসকে বাদ দিয়াছে। কেবল কওমের নিকট নেক সাজিয়া থাকার এক অবলম্বন স্বরূপ ইহাকে ধরিয়া রাখিয়াছে।

এবং যাহারা গৃহস্থলীর ছোটখাট জিনিষ দেওয়া হইতে ويمنعون الماعون ০
(নিজদিগকে ও অন্যদেরকে) রুখিয়া রাখে। *

---

* এই আয়াতের অর্থ এই যে, তাহারা মানুষকে উপকার করিতে বাধা দেয়। তাহারা গৃহস্থলীর ছোটখাট জিনিষ দিয়া মানুষকে সাহায্য করিতে নিজেরা কুণ্ঠিত হয় এবং অপরকেও সাহায্য করিতে বাধা দেয়। এই আয়াতে ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছিল যে মুসলমানগণের এরূপ নৈতিক অধোগতি হইবে যে, তাহারা কওমকে খুঁটিনাটি জিনিষ দিয়াও সাহায্য করিবে না। আজ আমরা চারিদিকে এই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিতেছি। গ্রামের অবস্থা এমন যে কাহাকেও সাহায্য করা দূরে যাউক, একে অন্যের জিনিষ ছুইলে, জিনিষের মালিক রক্ত চক্ষু দেখাইয়া উঠে। সুতরাং আল্লাহ্তায়ালা বলিতেছেন যে, এক যামানা এমন আসিবে যে, মুসলমানগণ নামায পড়িবে কিন্তু সে কেবল লোক দেখানোর জন্য। জাতির জন্য দরদ তাহাদিগের মন হইতে মুছিয়া যাইবে। তাহাদের এরূপ অধঃপতন ঘটিবে যে, জাতির জন্য তাহারা ছোট ছোট কুরবানী করিতেও কুণ্ঠিত হইবে।

আবু ওবায়দার তফসীরে আছে যে, সেই সময়ে মুসলমানদের মধ্য হইতে এতায়াত এবং ফরমানবরদারী সম্পূর্ণরূপে উঠিয়া যাইবে। বর্তমান যুগে আমরা এ সকলই ঘটিতে দেখিতেছি। প্রত্যেকেই নিজ নিজ স্বার্থ ও সরদারী নিয়া ব্যস্ত। তাহাদিগের মধ্যে জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। ব্যক্তিত্ব এবং স্বার্থ অথবা নিজের এবং বন্ধুগণের স্বার্থ প্রত্যেকের ধ্যান ও ধরণাকে ব্যাপিয়া বিরাজমান। জাতির সত্যিকার স্বার্থ কাহারও হৃদয়ে নাই। অবশ্য জাতির নাম লওয়া হইয়া থাকে, কিন্তু সে নিজের এবং নিজের পার্টির ফায়দার জন্য লওয়া হইয়া থাকে। انا لله وانا اليه راجعون

আহ্মদী

১৫ই অক্টোবর—১৯৭৬ ইং

হাদিস শরীফ

সর্দারে দু-জাহান খাতামান্নাবিয়ীন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

৫। হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিতেছেন, হযরত আবু সুফিয়ান (রাঃ) আমার নিকট বলিলেন: আমি ঐ সময়ে যখন আমাদের ও আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মধ্যে হুদায়বিয়া সন্ধি-পত্রহইয়াছিল, তখন সিরিয়া এলাকায় ব্যাবসার জন্য গিয়াছিলাম। আমি সিরিয়াতেই ছিলাম, আঁ-হযরত (সাঃ)-এর তবলীগী পত্র রোমক-সম্রাট কৈসার হেরাকলিয়াসের নিকট পৌঁছিল। এই পত্র হযরত দেহইয়া কলবি নিয়া গিয়াছিলেন। পত্রটি তিনি বসুরার সরদারকে দিয়াছিলেন. যেন হেরাকলিয়াসের নিকট উহা পৌঁহাইয়া দেন। হেরাকলিয়াস পত্রটি পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, যিনি নবী হওয়ার দাবী করিতেছেন ঐ আরব লোকটির স্বজাতি কোনো ব্যক্তি এখানে আছে কি, ? লোকে বলিল, "হাঁ, কিছু লোক এই এলকায় আসিয়াছে।" কোরায়েশ দল সমেত আমাকে ডাকা হইল। আমরা যখন হেরাকলিয়াসের দরবারে পৌঁছিলাম, তখন তিনি আমাদিগকে সামনে বসাইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের যে লোকটি নবী হওয়ার দাবী করিতেছে, তোমাদের মধ্যে কি তাহার নিকটাত্মীয় কেহ অছে?" আবু সুফিয়ান বলিতেছেন, আমি বলিলাম, "আমি তাঁহার নিকটাত্মীয়।" আমাকে হেরাকলিয়াসের একেবারে সামনে বসান হইল এবং আমার সাথীদিগকে আমার পিছনে বসান হইল। অতঃপর হেরাকলিয়াস দোভাষীকে ডাকিলেন এবং তাহাকে বলিলেন, "এই যে লোকগুলি আমার সম্মুখে বসা আছে, তাহাদিগকে বল যে, যে ব্যক্তি নবী হওয়ার দাবী করিয়াছে তাহার সম্বন্ধে আবু সুফিয়ানকে আমি কেনো কোনো বিষয়ে প্রশ্ন করিব। সে মিথ্যা কথা বলিলে, তোমরা পিছন হইতে ইশারা করিয়া আমাকে জানাইবে যে, সে মিথ্যা বলিতেছে।" আবু সুফিয়ান বলেন, খোদার কসম, যদি আমার এই ভয় না হইত যে আমার পিছনে আমার যেসব সাথী বলিয়াছে, তাহারা আমার মিথ্যা কথা প্রকাশ করিয়া দিবে, তবে আমি অবশ্য মিথ্যার আশ্রয় লইতাম। যাহা হউক, হেরাকলিয়াস তাঁহার দোভাষীকে বলিলেন: ইহাকে জিজ্ঞাসা কর, তোমাদের নবীর বংশ কেমন?' আবু সুফিয়ান বলেন: আমি উত্তর করিলাম, "তিনি বড় খান্দানী লোক।" অতঃপর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাঁহার পূর্বপুরুষের মধ্যে কেহ বাদশাহ ছিলেন কি?" আমি বলিলাম 'না।" তারপর, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "নবুওতের দাবী করিবার পূর্বে কখনো কি তাহার মিথ্যা বাদীতার কোনো পরিচয় আছে?" আমি

বলিলাম, "না।" অতঃপর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "বড় বড় ধনী লোক, প্রভাব প্রতিপত্তিশালী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ কি তাহাকে গ্রহণ করিয়াছে? না, দুর্বল ব্যক্তিরা?" আমি বলিলাম, "দুর্বল ব্যক্তিরা তাঁহার উপর ঈমান আনিতেছে।" অতঃপর, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহারা কি বৃদ্ধি পাইতেছে? না, কমিতেছে?" আমি বলিলাম, বৃদ্ধি পাইতেছে?" তারপর, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "মুসলমান হওয়ার পর কেহ এই ধর্মকে খারাপ মনে করিয়া ত্যাগ করিয়াছে কি?" আমি বলিলাম, "না।" তারপর, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছ কি?" আমি বলিলাম "হাঁ।" তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের যুদ্ধের ফল কি হইয়াছে?" আমি বলিলাম।" "যুদ্ধের পাল্লা কখনো আমাদের দিকে ঝুঁকিয়াছে, কখনো তাঁহার দিকে। কোনো সময় আমরা জয়লাভ করিয়াছি এবং কোন সময় তিনি জয়লাভ করিয়াছেন।" অতঃপর, সম্রাট জিজ্ঞাসা করিলেন, "তিনি কি কখনো বিশ্বাসঘাতকতা বা চুক্তি ভঙ্গ করিয়াছেন?" আমি বলিলাম "ইতিপূর্বে তো করেন নাই; সম্প্রতি আমাদের সহিত তাহার এক সন্ধি-পত্র হইয়াছে; জানি না, ইহাতে তিনি কি পথ অবলম্বন করেন।" আবু সুফিয়ান বলেন, "খোদার কসম, এই সমগ্র বাক্যালাপে এই কথা ব্যতীত তাঁহার বিরুদ্ধে বলিবার আমি কোন সুযোগ পাই নাই।" অতপর, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইতিপূর্বে এই দাবী সেখানকার অধিবাসীদের মধ্যে অন্য কেহ করিয়াছে কি?" আমি বলিলাম, "না।" অতঃপর, সম্রাট তাঁহার দোভাষীকে বলিলেন, আবু সুফিয়ানকে বল, "আমি তোমাকে এই দাবীকারীর বংশ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তুমি বলিয়াছ, তিনি সম্ভ্রান্ত জাত, এবং রসুল সব সময় নভ্রান্ত বংশীয় হইয়া থাকেন। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তাঁহার পূর্ব পুরুষের মধ্যে কেহ বাদশাহ্ ছিলেন কি? তুমি বলিয়াছ, 'না'। ইহাতে আমি সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছি যে, তাঁহার পূর্ব পুরুষের মধ্যে কেহ বাদশাহ্ হইয়া থাকিলে আমি মনে করিতে পারিতাম যে, তিনি তাঁহার বাপ দাদার রাজ্য লাভের আকাঙ্খা করেন। আমি তাঁহার অনুসারীদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তাহারা কি দুর্বল? না, ধনী ও প্রভাব প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিগণ তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছে? তুমি উত্তর করিয়াছ, 'তাহারা দুর্বল'। রসুলগণের উপর প্রথম যাহারা ইমান আনে, তাহারা দুর্বলই হইয়া থাকে। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তিনি দাবী করিবার পূর্বেও কি তোমরা কখনো তাঁহার প্রতি মিথ্যাবলার অভিযোগ করিয়াছ? যে ব্যক্তি মানুষের নিকট মিথ্যা বলে না, সে আল্লাহ্ তায়ালা সম্পর্কে কিরূপে মিথ্যা বলিতে পারে? তারপর, আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, ইসলাম গ্রহণের পর কেহ ইহাকে অপছন্দ করিয়া ধর্মত্যাগ করিয়াছে কি? তুমি বলিয়াছ "না"। ইমানের ইহাই প্রকৃতি। প্রফুল্ল চিত্তে ইহা প্রাপ্ত হইলে ইহা হইতে প্রত্যাবর্তন অসম্ভব। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম,

তাহারা বৃদ্ধি হইতেছে, না কমিতেছে? তুমি বলিয়াছ যে, বৃদ্ধি পাইতেছে সংখ্যায়ও ধের্যেও। ইমানের ইহাই অবস্থা। আমি তোমাকে ইহাও জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, তোমরা কি কখনো তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছ? তুমি বলিয়াছ, অনেক যুদ্ধ করিয়াছ। কোনো সময় যুদ্ধের গতি তাহার দিকে ফিরিয়াছে, কোনো সময় তোমাদের দিকে, কখনো তিনি বিজয় লাভ করিয়াছেন, কখনো তোমরা জয়ী হইয়াছ। রসুলের ইহাই অবস্থা হইয়া থাকে। প্রথমে পরীক্ষা আসে পরে বিজয়। আমি তোমাকে ইহাও জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, তিনি কি কখনো বিশ্বাস ঘাতকতা করিয়াছেন? তুমি বলিয়াছ 'না'। রসুলগণের ইহাই প্রকৃতি। তাঁহারা কখনো কোন চুক্তি নষ্ট করেন না, কখনো বিশ্বাস-ঘাতকতা করেন না। তাঁহারা কথায় পাকা, অঙ্গীকারে সাচ্চা হয়েন। তারপর আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তোমাদের মধ্যে অন্য কেহ ইতিপূর্বে নবুওতের দাবী করিয়াছে? তুমি বলিয়াছ 'না'। আমি ইহা হইতে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছি যে, ইতিপূর্বে অন্যকেহ নবুওতের দাবী করিয়া থাকিলে আমি মনে করিতে পারিতাম যে এই ব্যক্তি পূর্ব ব্যক্তির অনুকরণ করিতেছে। আবু সুফিয়ান বলেন, অতঃপর হেরাকলিয়াস জিজ্ঞাসা করিলেন, "তিনি তোমাদিগকে কি করিতে বলেন? আমি বলিলাম, "তিনি বলেন নামাজ পড়। জাকাত দাও, আত্মীয় স্বজনকে ভালবাস, তাহাদের প্রতি সদ্ব্যবহার কর, সংযমী হও, বিশুদ্ধ থাক। ইহাতে হেরাকলিয়াস বলিলেন, "তুমি যাহা যাহা বলিলে, তাহা সত্য হইয়া থাকিলে তিনি নিশ্চিতই নবী। আমি তো আসা করিতেছিলাম যে, এক নবী আবির্ভূত হইবেন। কিন্তু এই ধারণা ছিল না যে, তিনি তোমাদের মধ্যে আগমন করিবেন। আমার অবস্থা আমাকে অনুমতি দিলে অবশ্য আমি এই নবীর সহিত সাক্ষাৎ করার জন্য যাইতাম এবং তাঁহার নিকটে থাকিলে তাঁহার পা ধুইতাম। এই নবীর রাষ্ট্র এই ভূমি পর্যন্ত পৌঁছিবে, যেখানে আমি পা রাখিয়াছি" আবু সুফিয়ান বলেন, "অতঃপর, হেরাকলিয়াস আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পত্র আনাইলেন এবং পাঠ করিলেন। ইহাতে লিখিত ছিল: অসীম দয়কারী (রহমান), বার বার অনুগ্রহকারী আল্লাহর নাম নিয়া আমি আরম্ভ করিতেছি। এই পত্র আল্লাহতায়ালার রসুল মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)-এর তরফ হইতে রোমক সম্রাট হেরাকলিয়াসের সমীপে। যে ব্যক্তি হেদায়েতের পায়রবী করে তাহার প্রতি সালামতি হউক। এই ভূমিকার পর আমি আপনাকে ইস্‌লাম গ্রহণের আহ্বান জানাইতেছি। ইসলাম গ্রহণ করুন; শান্তি পাইবেন। গ্রহণ করিলে আল্লাহতায়ালা আপনাকে দ্বিগুণ ফল দিবেন। যদি বিমুখ হন এবং আমাকে গ্রহণ না করেন, তবে সমগ্র রোমকগণের গোনাহ্ আপনার মাথায় চাপিবে। "হে কেতাবওয়ালাগণ! ঐ বিষয়ে আমার সহিত সহযোগিতা কর, যাহা আমাদের এবং তোমাদের

মধ্যে সমান, যাহা তোমরাও ঠিক মনে কর এবং আমরাও, এবং উহা এই যে, আমরা অল্লাহ্ ছাড়া কাহারো ইবাদত করিব না'—'ইয়া আহলাল কিতাবে তায়ালও ইলা কলিমাতিন সাওয়ায়িম বাইনানা ও বাইনাকুম আল্লা না'বুদু ইল্লাল্লাহা' হইতে 'ওয়াস্হাদু বেআন্না মুসলেমুন' পর্যন্ত আয়াত লিখিত ছিল। হেরাকলিয়াস এই পর্যন্ত পাঠ করিবার পর দরবারে হৈ চৈ আরম্ভ হইল এবং নানা কথার অবতারণা হইল। হেরাকলিয়াস আমাদের সম্বন্ধে আদেশ দান করিলে আমদিগকে দরবার হইতে বাহিরে পাঠানো হইল। বাহিরে আসিয়া আমি আমার সাথীদিগকে বলিলাম "ইবনে আবি কাবশার (আঁ-হযরতের) মর্যাদা তো অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। কত তাঁর মর্যাদা! রোমক সম্রাটও এই নবীকে ভয় করেন।" অতঃপর, আমার নিশ্চিত প্রত্যয় হইল যে আঁ-হযরত (সাঃ) সুনিশ্চিত বিজয় লাভ করিবেন। অবশেষে, আল্লাহ্তা'লা আমাকেও ইসলাম গ্রহণের তওফিক দিয়াছেন।" এই হাদিসের রেওয়ায়েত কারী ইমাম জোহরী বলেন যে হেরাকলিয়াসের নিকট যখন আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পত্র পৌঁছিয়াছিল, তখন তিনি সব অবস্থার অনুসন্ধান করিবার পর সদস্যগণকে দরবারে আহ্বান করিলেন এবং বলিলেন: "জাতির প্রবীণগণ! যদি আপনাদের প্রয়োজন থাকে সফলতার, যদি আপনারা চাহেন, যেন আপনাদের রাষ্ট্র কায়েম থাকে, তবে এই নবীকে গ্রহণ করুন।" জাতির প্রধানগণ এই কথা শুনিয়া দরোজার দিকে পলায়নের উদ্দেশ্যে জঙ্গলী গাধার ন্যায় লাফাইয়া ছুটিলেন। কিন্তু তাঁহারা দরোজ গুলি সব বন্ধ পাইলেন। ইহাতে হেরাকলিয়াস তাঁহাদিগকে ডাকাইয়া বলিলেন, "আমি তো আপনাদের স্বীয় ধর্মে আস্থা সম্পর্কে পরীক্ষা করিতেছিলাম। আপনাদের আস্থা সম্পর্কে আমি জ্ঞাত হইলাম। আপনারা খ্রীষ্ট ধর্মের উপর কঠোর আস্থাবান।" শুনিয়া সব দরবারী বাদশাহের সম্মুখে প্রণত হইল এবং সন্তুষ্ট হইল। (বাখারী) (ক্রমশঃ)

(হাদিকাতুস সালেহীন' গ্রন্থের ধারাবাহিক অনুবাদ)—এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

তাহ্রীকে জদীদের চাঁদা সত্বর আদায় করুন

বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার ও প্রাধান্য বিস্তারের মহান আধ্যাত্মিক পরিকল্পনার বাস্তব রূপায়ন —'তাহ্রীক জদীদ'। বন্ধুগণের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, তাহরীকে জদীদের চাঁদার বর্তমান বৎসর আগামী ৩১ শে অক্টোবর ১৯৭৬ইং সম্পূর্ণ হইতেছে। সুতরাং উপরোক্ত তারিখের পূর্বে ওয়াদাকৃত চাঁদা পরিশোধ করিবার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে। প্রসঙ্গতঃ এই মোবারক তাহরীকের গুরুত্ব সম্বন্ধে হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ)-এর নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি উত্থাপিত করা হইল:

"স্মরণ রাখ, এই ঘোষণা খোদাতায়ালার তরফ হইতে। এইজন্যই তিনি ইহাতে নিশ্চয় তরক্কী দান করিবেন।.....

সুতরাং সেই সকল ব্যক্তিই মোবারক, যাহারা এই তাহ্রীকে যথাসাধ্য বেশী বেশী অংশ গ্রহণ করেন। তাঁহাদের নাম শ্রদ্ধা ও সম্মান সহকারে ইসলামের ইতিহাসে সর্বদাই জিন্দা থাকিবে এবং খোদাতায়ালার দরবারে তাঁহার সবিশেষ সম্মানের আসন লাভ করিবেন। এবং আল্লাহ্তায়ালা স্বয়ং তাঁহাদের সন্তানদের রক্ষক ও অভিভাবক হইবেন।"

হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)-এর

অমৃত বানী

ইসলামী শিক্ষার ত্রিবিধ অবস্থা

পবিত্র কুরআনের শিক্ষা সমূহ ও পবিত্র রসুল (সাঃ)-এর নির্দ্দেশাবলীকে তিন পর্যায়ে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রথম স্তরের শিক্ষা সমূহ অসভ্য মানব মণ্ডলীকে সভ্য মানব মণ্ডলীতে পরিবর্ত্তিত করে এবং তাহাদের মধ্যে মানবীয় অধিকার সমূহের ভাবধারা প্রবেশ করাইয়া দেয়। দ্বিতীয় স্তরের শিক্ষা সমূহ তাহাদিগকে প্রকৃতিগত স্তরের মানবতা হইতে নীতিবিদ মানবতার পর্যায়ে উন্নীত করে, এবং তৃতীয়টি নৈতিক উন্নতির অবস্থা হইতে আল্লাহ্তায়ালার সাথে আধ্যাত্মিক মিলনের এমন এক সোপানে উঠাইয়া দেয় যেখানে তাহারা তাঁহার সান্নিধ্য, সন্তুষ্টি ও ভালবাসা উপভোগ করিতে থাকে। ইহাই আত্মোবিলোপ ও আত্মবিস্মৃতির স্তর এবং এখানেই স্বতন্ত্র অস্তিত্বের ও স্বতন্ত্র বাসনা কামনার সমুদয় চিহ্ন সমুহের সম্পূর্ণ বিলোপ সাধিত হয়। তখন একাগ্রচিত্তে শুধু স্বর্গীয় অস্তিত্বের উপলব্ধিই বিরাজ করে—সেই অলৌকিক অত্যুৎকৃষ্ট সত্বা যাহা সমগ্র সৃষ্টির ধ্বংসের পরেও রহিয়া যাইবে। আল্লাহ্তায়ালার অন্বেষণকারী প্রত্যেক পুরুষ বা নারীর জন্য ইহাই চরম ও পরম আধ্যাত্মিক উন্নতির সোপান এবং ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের বিভিন্ন পদ্ধতি এই স্থানাভিমুখেই কেন্দ্রিভূত হয়। সকল সিদ্ধ পুরুষদের আধ্যাত্মিক ভ্রমনের এখানেই হয় সমাপ্তি। পবিত্র কুরআনের প্রারম্ভিক অধ্যায়ে, "এস্তেকামাত" শব্দে এই স্তরেরই উল্লেখ করা হইয়াছে। স্বর্গীয় আদেশে এখানেই চূড়ান্তভাবে নির্ব্বাপিত হয় মানব মনের নিচস্তরের প্রজ্জলিত সমুদয় বাসনা কামনা। **এই স্তরে উপনীত** হইতে পারিলেই সুরক্ষিত দুর্গও অতিক্রম করা যায়। বাসনা কামনা ও রিপুর দাস নিম্ন শ্রেণীর ব্যক্তিগণও কঠোর সংগ্রামে এখানে পেঁাছিলেই পূর্ণ নিস্তব্ধতা অবলম্বন করে এবং তাহার মধ্যে এই প্রশ্ন উচ্চারিত হয় "বাদশাহাত কাহার?" এবং স্বতস্ফূর্তভাবে উত্তর আসে, "মহান ও মহিমাময় আল্লাহ্তায়ালার।" কিন্তু সদাচরণ ও নীতিবিদ মানবতার ক্ষেত্রে ইহার বিশেষ ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়। এই পর্যায়ের মানবিক উন্নতির ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিক দ্বন্দ্বের অরক্ষিত মুহূর্তে রিপুরূপ শত্রুর মোকাবিলায় কোনই নিরাপত্তা নাই। কারণ যাহারা এখনও এই স্তর অতিক্রম করে নাই। তাহাদের জন্য এখনও (বহু) কষ্ট সাধ্য দুর্গ বিজয় বাকী রহিয়াছে। সুদীর্ঘকাল পাপসমূহ হইতে নিবৃত্ত থাকার কারণে তাহাদের রিপুর ক্ষুধা প্রবল হেতু তাহারা বাসনা কামনার রিপুসমূহের দ্বারা সহসা আক্রান্ত হওয়ার অবিরাম ভীতির মধ্যেই কালাতিপাত করিতে থাকে। এই সমস্ত ব্যক্তিবর্গ কখনও সম্পূর্ণরূপে কলুস ও অপবিত্রতামুক্ত জীবন যাপন করিতে সক্ষম হয় না এবং তাহারা তাহাদের রিপুসমূহের আক্রমণ হইতে কখনও নিরাপদ থাকিতে পারে না।"

(প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী (আঃ)-এর লিখিত নাজমুলহুদা নামক আরবী গ্রন্থ হইতে অনুবাদ)

অনুবাদক : ছালাহ উদ্দিন খন্দকার

জুমার খোৎবা

(২০ শে আগষ্ট, ১৯৭৬ইং গোটেনবার্গ, সুইডেন)

সৈয়েদনা আমীরুল মোমেনীন হযরত হাফেজ মির্যা নাসের আহমদ খলিফাতুল মসীহ্ সালেস (আইঃ)

[সুইডেনের গোটেনবার্গে সদ্য নির্মীত প্রথম মসজিদের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে প্রদত্ত ভাষণ।]

তাশাহুদ, তায়াউজ ও সুরা ফাতেহা তেলাওতের পর হযরত আকদস (আইঃ) বলেন :

"আজকের এই মুহূর্তটি আমাদের জীবনের সর্বাপেক্ষা আনন্দময় মুহূর্তগুলির মধ্যে অন্যতম। আজ, আমরা আল্লাহর নামের মহিমাকে বুলন্দ করার উদ্দেশ্যে সুইডেনের গোটেনবার্গে একটি মসজিদ নির্মানে সক্ষম হয়েছি। আমাদের প্রার্থনা করা উচিৎ, যেন সমগ্র মানবজাতিই আল্লাহতায়ালার ঐ সকল নেয়ামত লাভে সমর্থ হয়, যাহা আমাদেরকে দান করা হয়েছে।

আল্লাহ্ তায়ালাই মালিক

একটি মসজিদের তাৎপর্য সীমাহীন। আল্লাহ, যিনি সর্বশক্তিমান, যিনি স্রষ্টা, যিনি প্রতিপালক, তিনিই ইহার মালিক। আমরা শুধু আল্লাহর ঘরের তত্বাবধায়ক মাত্র; ইহা মনে রেখেই আমরা মসজিদের সকল দরজা তাদের সকলের জন্যেই খোলা রাখি যারা এক সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র এবাদত করতে চাচ্ছে। সুতরাং এই মসজিদের দরজাগুলি, এবং সেই সঙ্গে অন্যান্য সকল মসজিদ যেগুলির তত্বাবধায়ক আহমদীরা, সেগুলিরও সকল দরজা তাদের সকলের জন্য খোলা রয়েছে যারা সর্বশক্তিমান এক আল্লাহর নিকটে প্রার্থনা করতে চায়, যারা মসজিদে আসে, অসৎ নয়, সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে।

কারা তত্বাবধায়ক ?

আল্লাহ তো মসজিদের মালিক, কিন্তু এর তত্বাবধয়েক কে ? কোরআন করীমে বলা হয়েছে যে, একটি মসজিদের তত্বাবধায়ক হতে পারে সেই সব ব্যাক্তি বা সেই সম্প্রদায় যারা তকওয়ার বুনিয়াদ রাখে এবং তার উপরে সৌধ নির্মান করে। এক আয়াতে বলা হয়েছে 'সে কি ভিত্তি রাখে আল্লাহর ঘরের তাঁহার ভয় এবং তাঁহার সন্তুষ্টির উপর…"ইত্যাদি কোরআন করীমের আরও অনেক আয়াতে এ বিষয়ে বলা হয়েছে। সুতরাং আল্লাই মালিক, এবং যারা এর সৌধ নির্মান করে তারাই নিরঙ্কুশভাবে আইনসঙ্গত তত্বধায়ক এবং এর গুরুদায়িত্বও তাদের স্কন্ধেই ন্যাস্ত। কোরআন করীম মসজিদের তত্বাবধানকারীদের উপরে দুই প্রকারের দায়িত্ব ন্যস্ত করেছে। এর একটি হচ্ছে—আল্লাহর ঘরকে সম্পূর্ণ পবিত্র ও পরিস্কার রাখা। এই দায়িত্বের সঙ্গে অন্যান্য কিছু ছোটখাট দায়িত্বও বর্তায়। যেমন, পিপাসাসার্তদের জন্য পানীয় জলের বন্দোবস্ত রাখা, এবং যারা মসজিদে নামাজ আদায় করতে আসেন, তাদের সুবিধা অসুবিধার প্রতি দৃষ্টি রাখা। অপর দায়িত্ব যা মসজিদের তত্বাবধানকারীদের মূল এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব—তা হচ্ছে তারা মসজিদের মধ্যে এমন

পরিবেশের সৃষ্টি করবেন যা মসজিদে আগমনকারী প্রতিটি ব্যক্তির সঙ্গে তার স্রষ্টার খাঁটি, যথার্থ এবং জীবন্ত সম্পর্ক সৃষ্টির পক্ষে সহায়ক হয়।

"পবিত্র কর আমার ঘর তাহাদের জন্য যাহারা তওয়াফ করে এবং যাহারা এতেকাফ (ধ্যান) করে এবং যাহারা বিনত হয় বা রুকু দেয় এবং নামাজে সিজদাপ্রণত হয়।" (২ : ১২৬)

দুই প্রকার মসজিদ

কোরআন করীমে দুই প্রকার মসজিদের কথা বলা হয়েছে। এক—যার ভিত্তি রাখা হয়েছে তাকওয়ার উপরে :

"সেই মসজিদ যাহার ভিত্তি রাখা হইয়াছে তাকওয়ার উপরে প্রথম দিনেই, নিশ্চয় উহা অধিকতর যোগ্য, তোমার কর্তব্য তাহার মধ্যে নামাজের এমামতি কার। (৯ : ১০৮)

এবং এই যে মসজিদ, যার ভিত্তি রাখা হয়েছে তাকওয়া এবং নেক নিয়তের উপর এবং যেখানকার পরিবেশ স্রষ্টার সঙ্গে সৃষ্টির জীবন্ত সম্পর্ক গড়ে তোলার পক্ষে সহায়ক উহাই খাঁটি মসজিদ, সত্যিকার অর্থে উহাই খাঁটি মসজিদ। কিন্তু, অনেক সময় অনেক এমন উপাসনার স্থানের নামও "মসজিদ" রাখা হয়, যাহার ভিত্তি তাকওয়া এবং নেক নিয়তের উপরে রাখা হয় না, বরং যার ভিত্তি রাখা হয় এমন একটা পরিকল্পনার উপরে যার বদৌলতে আল্লার ঘরকে জুলুম এবং অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়, অথচ, যা আল্লাহ অদৌ পছন্দ করেন না। কেননা, ইহার ভিত্তি খোদাভীতির উপর স্থাপিত নয়। আল্লার ভীতি দ্বারা আমরা আমাদের কোন খারাপ কাজের জন্য আমাদের স্রষ্টার ক্রোধের উৎপত্তির কথাই বুঝাতে চাই। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর মসজিদ এই 'খাশিয়াত' এই ভীতির উপরে নির্মীত নয়, এবং ইহার নিয়ত আল্লার সন্তুষ্টি অর্জন নয়; বহু দুনিয়াবী পরিকল্পনা নিহিত থাকে এর মধ্যে, কিংবা এই পার্থিব পরিকল্পনা সমূহই এই মসজিদের ভিত্ত স্থাপন এবং নির্মানের সাকুল্য উদ্দেশ্য। পবিত্র কোরআনে বলা হইয়াছে :—

"সে কি তাহার ঘরের বুনিয়াদ স্থাপন করে আল্লার ভীতির উপরে এবং তাঁহার সন্তুষ্টিই সর্বোত্তম। অথবা সে কি তাহার ঘরের বুনিয়াদ স্থাপন করে একটি শূন্যগর্ভ ভাঙ্গন ধরা নদী তীরের উপরে যাহা উহা সমেত ভাঙ্গিয়া পড়ে জাহান্নামের অগ্নিগর্ভে? আল্লাহ জালিম জাতিকে হেদায়েত করেন না।"

(৯ : ১০৯)

যারা অসৎ তারা আল্লাহ কর্তৃক হেদায়েতের পথে পরিচালিত নয়। যারা সৎ, যারা খাঁটি মুসলমান, যারা ইসলামের মধ্যে বেঁচে থাকেন যারা তাঁদের স্রষ্টাকে ভালবাসেন এবং তাঁর ভালাবাসা পান, তাঁরাই খাঁটি লোক. মহৎ ব্যক্তি, এঁরাই সৎপথে পরিচালিত। প্রতিদিনই, তাঁরা ইহজগতে বাস করুন অথবা পরজগতে, তাঁদেরকে আল্লাহর নে'মতের প্রাচুর্য দান করা হয় প্রতিটি বিগত দিনের চেয়ে অধিকতর ভাবে। সুতরাং তাঁরা আল্লার ক্রমবর্দ্ধমান নে'মতের দ্বারা ভূষিত থাকেন। এ সব কিছুই

শুরু হয় এই তাকওয়ার সঙ্গে, এ সব কিছুই শুরু হয় ভীতির সঙ্গে, যে, কারুর পক্ষেই এমন কিছু করা উচিৎ নয়, যা আমাদের স্রষ্টার ক্রোধের কারণ হতে পারে। ইহা শুরু হয় এই শক্তির সঙ্গে যে, আমাদের সাধ্যের দ্বারা যথাসম্ভব তাঁহার সন্তুষ্টি অর্জন করা যেতে পারে।

মসজিদ একটি মহান প্রতীক। মানবজাতির জন্য রয়েছে ইহার মহান বাণী। ইহা আমাদের পরস্পরকে ভালবাসার শিক্ষা দান করে। ইহা আমাদেরকে পরস্পরের সহিত শান্তিতে বসবাসের শিক্ষাদান করে। ইহা অপরের অনুভূতিকে উপেক্ষা না করার শিক্ষা দান করে।

"গালি দিও না তাহাদেরকে, যাহাদেরকে উহারা আহ্বান করে আল্লার পরিবর্তে।" (৬ : ১০৯)

ইহা, আমাদেরকে স্রষ্টার জন্য সমগ্র মানবজাতির হৃদয় জয় করার শিক্ষা দান করে। ইহাই একটি মসজিদের পয়গাম।

"স্থাপন কর সৌধের ভিত্তি আমার ভীতির উপরে এবং তাহার সন্তুষ্টি....." (৯ : ১০৯)।

এই উপলক্ষে, আজকে আমাদের জীবনের এই মহা আনন্দময় মূহূর্তে, আমরা আমাদের স্রষ্টার নিকটে বিনীত প্রার্থনা করছি যে, তিনি যেন আমাদেরকে ইসলামের মধ্যে জীবন যাপন করতে সাহায্য করেন, যেন ইসলামের বাণীকে প্রেমের বানীকে এবং নিঃস্বার্থ সেবার বাণীকে বিশ্বময় প্রচার করতে সাহায্য করেন। তিনি যেন, তাঁরই জন্যে সকল মানুষের হৃদয়কে জয় করতে সাহায্য করেন, যাতে আমাদের সকল ভাই তাঁর হেফাজতের মধ্যে আসতে পারে এবং তাঁর দয়া ও তাঁর নেয়ামতরাজি অর্জন করে আনন্দ লাভ করতে পারে। আমিন।

(আহমদীয়া বুলেটিন : লণ্ডন)

অনুবাদ : শাহ্ মোস্তাফিজুর রহমান

ঈদুল ফিৎর উপলক্ষ্যে

সৈয়দনা হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সালেস (আইঃ)-এর

পয়গাম

লণ্ডন, ২২ শে সেপ্টেম্বর কেবল গ্রামযোগে হুজুর (আইঃ) জামাতের উদ্দেশ্যে ঈদুল ফিৎর উপলক্ষে নিম্নলিখিত পয়গাম প্রেরণ করেন :

"সকল আহ্মদী ভ্রাতা ও ভগ্নির ঈদুল ফিৎরের উৎসব মোবারক হউক। আমার দোওয়া এই যে, আল্লাহতায়ালা সকলকে তাঁহার রহমত ও বরকত, তাঁহার করুণা রাসী ও আশিস সমূহের দ্বারা ভূষিত করুন এবং তাঁহাদের উপরে খোদা এবং তাঁহার মখলুক (সৃষ্ট জীব)-এর হক ও অধিকার আদায় প্রসঙ্গে যে সকল গুরু দায়িত্ব ন্যস্ত, তাহা পালন করার শক্তি ও হিম্মত এবং তওফিক দান করুন। আমীন!

"খলিফাতুল মসীহ"

(আল-ফজল, ২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭৬ ইং)

অনুবাদ : আহ্মদ সাদেক মাহমুদ

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সত্যতা

মূল : হযরত-মির্যা বশীরউদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)

ভাবানুবাদ : মোহাম্মদ খলিলুর রহমান

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—৬)

প্রতিশ্রুত মহাপুরুষকে কেন 'ঈসা ইব্‌নে মরিয়ম' বলা হয়েছে ?

আরো যে বিষয়টির কথা উত্থাপন করা হয়ে থাকে তা হলো এই যে, প্রতিশ্রুত মহাপুরুষকে হাদীসে 'ঈসা ইবনে মরিয়ম' অর্থাৎ মরিয়ম পুত্র ঈসা বলে অভিহিত করা হয়েছে যিনি প্রথম মসীহ ছিলেন; এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হতে হলে সেই যীশুরই সশরীরে আগমনের মাধ্যমে পূর্ণ হতে হবে। কিন্তু সকল ভাষাতেই রূপকের ব্যবহার হয়ে থাকে অনেক সময় সে কথা ভুলে যাওয়া হয়। এলাহী কেতাব এবং হাদীস সমূহে যে পবিত্র ভাষা ব্যবহার করা হয় তাতেও রূপকের ব্যবহার কোন প্রকার ব্যতিক্রম নয়। কোন ব্যক্তি অধিক মাত্রায় দাতা হলে তাকে আমরা 'হাতেম তাই' বলে অভিহিত করে থাকি। দার্শনিক জ্ঞানীর জন্য 'তূসী' বলে থাকি, যুক্তি-তর্কে পারদর্শী ব্যক্তিকে 'রাযী' বলে উল্লেখ করে থাকি। যখন আমরা এভাবে অন্যদেরকে অভিহিত করি তখন আমরা কখনই মনে করি না যে উদ্দিষ্ট ব্যক্তিগণই আসল হাতেম অথবা তূসী অথবা রাযী। সুতরাং যখন আমরা প্রতিশ্রুত মহাপুরুষকে ইবনে মরিয়াম বলে অভিহিত করি তখন আজ হতে ১৯০০ বছর আগের সেই মরিয়ম পুত্র ঈসার সশরীরে আগমনকে বুঝাই না। তাছাড়া হাতেম, তূসী এবং রাযী নামের সঙ্গে ইবনে মরিয়ম নামের বিশেষ প্রার্থক্য রয়েছে। প্রথমোক্ত তিনটি নাম শুধু তিনজন বিশেষ ব্যক্তির জন্যই প্রযোজ্য, কিন্তু 'মরিয়ম' নামটি পবিত্র কুরআনে শুধু কোন নাম হিসাবে নয় বরং একটি বিশেষ আধ্যাত্মিক অবস্থা প্রকাশার্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ্‌তায়ালা বলেছেন :

وضرب الله مثلا للذين امنوا امرأت فرعون - اذ قالت رب ابن لى عندك بيتا فى الجنة ونجنى من فرعون وعمله ونجنى من القوم الظلمين ٥ ومريم ابنت عمران التى احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمت ربها وكتبه وكانت من القنتين -

(ওয়া যারাবাল্লাহু মাসালাল লিল্লাযীনা আমানুম রায়াতা ফেরাউনা এয কালাত

রাব্বেব্‌নালী এনদাকা বাইতান ফিল জান্নাতে ওয়া নাজ্‌জেনী মিন ফেরআউনা ওয়া আমালেহী ওয়া নাজ্জেনী মেনাল কাওমেয যালেমীন। ওয়া মরিয়ামাব্‌-নাতা ইমরানাল্লাতি আহ্‌সানাত্‌ ফারজাহা ফানফাখ্‌না ফিহে মেন রুহেনা ওয়া সাদ্দাকাত বেকালেমাতে রাব্বেহা ওয়া কুতুবিহী ওয়া কানাত মেনাল কানেতীন)।

অর্থ :—এবং আল্লাহ্‌তায়ালা মোমেনের দৃষ্টান্ত ফেরাউনের স্ত্রীর সঙ্গে দিয়াছেন, যে আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করেছিল, হে আল্লাহ, তোমার নিকটে জান্নাতে আমার জন্য একটি ঘর তৈরী করে দাও এবং আমাকে ফেরাউনের এবং তার কাজ কর্ম হতে রক্ষা কর এবং আমাকে অত্যাচারী জাতির হাত হতে মুক্ত কর। এবং আল্লাহ্‌তায়ালা মোমেনের দৃষ্টান্ত ইমরানের কন্যা মরিয়মের সঙ্গে দিয়েছেন যে তার সতীত্ব রক্ষা করেছিল, খোদার নিকট হতে ইলহাম পেয়েছিল এবং আমাদের কথা এবং কেতাব সমূহের সত্যতা প্রতিপন্ন করেছিল এবং সে আজ্ঞানুবর্তীদের অন্তর্ভূক্ত ছিল। (সুরা তাহরীম : ১১-১৩ আয়াত)।

সুস্পষ্টতঃ, পবিত্র কুরআনের শিক্ষানুযায়ী মোমেন দুই প্রকারের : প্রথমতঃ ফেরাউনের স্ত্রী সদৃশ এবং দ্বিতীয়তঃ ঈসা (আঃ) এর মাতা মরিয়ম সদৃশ্য। তাহলে কি আমরা বলতে পারি না যে, যখন প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ কে ঈসা ইবনে মরিয়ম বলে বর্ণনা করা হয় তখন মূলতঃ ইহাই বুঝানো হয়েছে যে তাঁর জীবনের প্রথমাংশ পবিত্র এবং নিষ্কলুষ হবে যেভাবে হযরত মরিয়ম পবিত্র এবং নিষ্কলুষ ছিলেন, এবং তাঁর জীবনের অপরাংশ হবে যীশু অর্থাৎ হযরত ঈসা (আঃ)-এর ন্যায় যিনি রুহুল কুদুস (পবিত্র আত্মা) হতে সাহায্য ও সমর্থন লাভ করেছিলেন। অর্থাৎ প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ মরিয়মী অবস্থা হতে উন্নতি করতে করতে ঈসায়ী অবস্থা লাভ করবেন। বস্তুতঃ প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ উভয়ের আধ্যাত্মিক শক্তি এবং চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যসহ আবির্ভূত হবেন পৃথিবীর ইসলাহ এবং সত্য প্রতিষ্ঠাকল্পে।

ইসলামের আধ্যাত্মবাদী আলেমগণ এবিষয়ে আরো আলোকপাত করেছেন। শেখ শাহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দী তাঁর 'আওয়ারিফুল মায়ারেফ' শীর্ষক পুস্তকে লিখেছেন যে, জন্ম দুই প্রকারেরঃ দেহিক জন্ম। এবং আধ্যাত্মিক জন্ম এই বিষয়ের জন্য তিনি স্বয়ং হযরত ঈসা (আঃ)-এর দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। তিনি বলেছেন :

"প্রত্যেক শিষ্য তার গুরুর অবিচ্ছেদ্য অংশ। এমন একটা সময় আসে যখন শিষ্যের জন্মলাভ হয় এবং এই জন্ম হলো আধ্যাত্মিক জন্ম। এই বিষয়ের প্রেক্ষিতেই হযরত ঈসা (আঃ) বলেছিলেন যে কোন ব্যক্তিই খোদার স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তার দু'বার জন্ম না হয়। প্রথম হলো পার্থিব জন্ম, যার সম্বন্ধ বস্তু জগতের সংগে, এবং দ্বিতীয় জন্ম দ্বারা সে আধ্যাত্মিক জগতের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হয়।"

সুতরাং শেখ শাহাবুদ্দীন সোহরাওর্দীর মতে প্রত্যেক মানুষ আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা লাভ করে এবং উহাই তার আধ্যাত্মিক জন্ম। ব্যক্তি বিশেষের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য অধ্যাত্মিক জন্মের অভিজ্ঞতা লাভের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। ভবিষ্যদ্বানীতে প্রতিশ্রুত মহাপুরুষকে 'ঈসা ইবনে মরিয়ম'-এর বর্ণনা দ্বারা ইহাই বুঝানো হয়েছে। প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ মরিয়ম-রূপী অবস্থা হতে ঈসা-রূপী গুণাবলীরও অধিকারী হবেন এই কথাই ভবিষ্যদ্বানীতে বলা হয়েছে। সেই মহাপুরুষকে হযরত রসুল করীম সাঃ)-এর উম্মতেরই এক ব্যক্তি হতে হবে এবং সেই সঙ্গে তাঁর মধ্যে ইবনে মরিয়মের জীবনের বহু সাদৃশ্য থাকবে। ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী সেই প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ আবির্ভূত হয়েছেন এবং বহু লোক তাঁর কল্যাণে হেদায়েত লাভ করেছেন।

কেন ওহী ও উম্মতী নবুয়তের সিলসিলা জারী থাকবে?

আমাদের সম্বন্ধে তৃতীয় এতেরাজ বা আপত্তি এই যে, আমরা শুধু ওহী-ইলহাম নয়, এমনকি হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর পরও নবী আসতে পারেন বলে বিশ্বাস করি। প্রকৃতপক্ষে সাধারণ মানুষদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য এই এতেরাজ উত্থাপন করা হয়। আমরা বিশ্বাস করি যে, হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর পর এমন কোন নবী বা আধ্যাত্মিক শিক্ষক আসতে পারেন না যিনি পৃথিবীতে কোন নতুন 'কলেমা,' নতুন 'কিব্‌লা' অথবা নতুন 'শরীয়ত' দিতে পারেন। এখন সর্বকালের জন্য কলেমা হল ইসলামের কলেমা —"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ"।

এখন সর্বকালের জন্য কিব্‌লা হলো ইসলামের কিব্‌লা, সর্বকালের জন্য শরীয়ত হলো ইসলামের শরীয়ত এবং পবিত্র কোরআন। শুধু ইহাই নয়। এখন হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর অনুগামী উম্মতের গণ্ডী ছাড়া বাহির হতে যে কোন আধ্যাকি মর্যাদা (রুহানী মোকাম) অথবা ঐশীবাণী নিয়ে যে কোন ব্যক্তির আগমন করার কথা চিন্তা করা নিত্যান্ত অবান্তর ও অপাংক্তেয়। ইসলামের গণ্ডীর বাহির হতে এ ধরণের কোন আধ্যাত্মিক শিক্ষক অথবা সংস্কারকের আগমনের অর্থ হবে ইসলাম ধর্মের পরিসমাপ্তি। ইহার দ্বারা প্রমাণিত হবে যে, আল্লাহ্‌তা'লা হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর নিকট যে সকল ওয়াদা করেছিলেন সেগুলি মিথ্যা ওয়াদা ছিল! এরূপ কখনই হতে পারে না এবং আমরা এধরণের চিন্তা করতেও আমাদের ঘৃনাবোধ করি। আমাদের ভাবতে আরো ঘৃণাবোধ হয় যে, হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর আগমনের পর মানব জাতির জন্য ঐ সকল আধ্যাত্মিক কল্যাণ ও আশীষ চিররুদ্ধ হয়ে গিয়েছে যেগুলো ইতিপূর্বে তারা পেয়ে আস্‌ছিল। পক্ষান্তরে আমাদের মতে হযরত রসুল করীম (সাঃ) প্রত্যেকের জন্য আধ্যাত্মিক উন্নতির পরিধি সম্প্রসারিত করেছে। তাঁর অগমনের অর্থ এ নয় যে, ওহী-ইলহামের পরিসমাপ্তি ঘটেছে এবং ওহী-ইলহামের অন্তর্নিহিত

কল্যাণেরও অবসান হয়েছে। হযরত রসুল করীম (সাঃ) হলেন শেষ নবী—এখন কোন নবী তাঁকে অতিক্রম করতে পারেন না। আধ্যাত্মিক সংস্কারক এমন কি নবীগণও যাঁরা এখন আসবেন তাঁদেরকে নিশ্চয়ই আসতে হবে শুধু মাত্র ইসলামী শরীয়ত এবং ইসলামী শিক্ষার খেদমত করার নিমিত্ত। তাঁদেরকে নিজ নিজ মোকামে পৌঁছতে হবে এবং উন্নতির শিখরে উঠতে হবে হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর পূর্ণ এতায়াত বা অনুবর্তীতার মাধ্যমে। বস্তুতঃ ইহার মধ্যেই নিহিত রয়েছে হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর অনন্য বৈশিষ্ট্য। হযরত রসুল করীম (সাঃ) হলেন মানব জাতির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, নবী কুলের মধ্যেও সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁকে অনন্য বৈশিষ্ট্য দান করা হয়েছে, যার জন্য তাঁর পূর্বেকার অথবা পরবর্তী সকল নবীর উপর তাঁর স্থান, তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব। বস্তুতঃ তাঁর এই অনন্য বৈশিষ্ট্য এবং অন্যান্য সকল নবী-রসুল অপেক্ষা তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের কারণে যেখানে অন্যান্য নবীর অনুসারীগণ অনুবর্তিতার মাধ্যমে মোহাদ্দেসীয়তের (আল্লাহ্ তায়ালার সহিত বাক্যালাপের) মোকাম পর্যন্ত পৌঁছিতে সক্ষম ছিলেন, সেখানে হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর অনুসারীগণ উম্মতী নবুয়তের মোকাম পর্যন্ত পৌঁছিতে পারেন এবং ইহার দ্বারাই তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তির পূর্ণতা প্রতিপন্ন হয়েছে। তাঁরা নবুয়তের মোকাম লাভ করেও হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর উম্মত হবেন।

নবুয়ত হলো সবচেয়ে বড়ো নেয়ামত; আর এই নেয়ামত হযরত রসুল করীম করীম (সাঃ)-এর উম্মতের মধ্যে অব্যাহত রয়েছে। উম্মতী নবুয়তের ধারাবাহিকতা প্রকৃত প্রস্তাবে ইসলাম এবং ইসলামের মহানবী (সাঃ)-এর মর্যাদা ও গৌরবেরই প্রকাশক। যেভাবে একজন সুদক্ষ শিক্ষকের কর্তৃত্বাধীনে সুদক্ষ শিক্ষার্থীগণ থাকে, একজন মহারাজার কর্তৃত্বাধীনে অন্যান্য রাজাগণ থাকে, তেমনিভাবে যে নবীর অনুসারীগণও নবুয়তের মোকাম লাভ করতে সক্ষম, সেই নবী নিশ্চয়ই মহানবী এবং তিনি অন্যান্য সকল নবী—যাঁদের অনুসারীগণ তাঁদের এতায়াতের মাধ্যমে নবুয়তের মোকাম লাভ করতে পারেন না—অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

এ কথা সত্য যে, এ বিষয়ে আমরা যেভাবে বিশ্বাস করি সেভাবে এখনকার সাধারণ মুসলমানগণ বিশ্বাস করেন না, কিন্তু ইহাও সত্য যে, বুজুর্গানে দ্বীন অর্থাৎ ইসলামের বড়ো বড়ো পণ্ডিত ব্যক্তিগণ অতীতে যেভাবে শিখিয়েছেন এবং লিখে গেছেন তা বর্তমানের আলেমগণ হতে ভিন্নতর। মহিউদ্দীন ইবনে আরাবী, ইবনে কাইয়েম, মৌলানা জালালুদ্দীন রুমী, হযরত শেখ আহমদ সরহিন্দী প্রভৃতি বুজুর্গানে দ্বীন এ বিষয়ে যে অভিমত ব্যক্ত

করেছেন (তাঁদের লিখিত গ্রন্থাবলীতে) তা বর্তমানের মুসলমানদের ধ্যান-ধ্যারনার সম্পূর্ণ বিপরীত। বর্তমানে নবুয়তের মসলা সম্বন্ধে যে ধারণা দেওয়া হয় তা সঠিক নয়। এই ধারণার জন্ম হয়েছে এই কারণে যে অনেকে মনে করেন যে প্রত্যেক নবীই শরীয়ত নিয়ে এসেছেন, নতুন শরীয়ত বা বিধান শিক্ষা দিয়েছেন এবং পূর্ববর্তী নবীকে মান্য করা তাঁর জন্য জরুরী নয়। এই সকল ধ্যান-ধারনা সম্পূর্ণ ভুল। একব্যক্তি এগুলো কোনটা না করেও নবী হতে পারেন। তিনি কোন নতুন শরীয়ত নিয়ে আসবেন না অথবা পূর্ববর্তী শরীয়তের কোন কিছুই বাতিল বা 'মনসুখ' করবেন না এবং পূর্বরর্তী নবীর এতায়াত না করার স্বাধীনতাও তাঁর থাকবে না—তথাপি তিনি একজন নবী হতে পারেন। কারণ, নবুয়ত হলো আধ্যাত্মিক অবস্থা বা পদ-মর্যাদা বা আল্লাহর নৈকট্যের একটা পর্যায়ের নাম। কোন ব্যক্তি যিনি আল্লাহর নৈকট্যের এই পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছেন তাঁকে আল্লাহ মানব জাতিকে পরিচালনা করার জন্য নিয়ে'গ করেন। রুহানীভাবে মৃত ব্যক্তিদের পুনঃ জীবিত করার জন্য এবং রুহানীয়াত শূন্য বিশুষ্ক হৃদয়গুলোকে পুনরায় পল্লবিত করার জন্য আল্লাহতায়ালা কর্তৃক তাঁর উপর মহা দায়িত্ব অর্পিত হয়। তাঁর কর্তব্য হলো, তিনি আল্লাহর নিকট থেকে যে ঐশীবাণী লাভ করেন তাহা ঘোষণা করে দেওয়া এবং মানুষকে তাঁর জামাতভূক্ত হওয়ার জন্য আহ্বান করা, যে জামাত সত্যের পুর্ণ প্রচারের জন্য সদা-সর্বদা নিজেদেরকে নিয়োজিত রাখবে। (ক্রমশঃ)

('দাওয়াতুল আমীর' গ্রন্থের সংক্ষেপিত ইংরাজী সংস্করণ Invitation-এর ধারাবাহিক বঙ্গানুবাদ)।

আহমদীয়া আন্দোলন সম্পর্কে প্রখ্যাত মার্কিন লেখকের মন্তব্য

আমেরিকার মিঃ ফ্রিল্যাণ্ড এ্যবট তাঁর রচিত পুস্তক 'ইসলাম এণ্ড পাকিস্তান'-এ লিখিয়াছেন :

"জামাত আহ্‌মদীয়া অন্যান্য ধর্ম প্রসঙ্গে যে সকল যুক্তি প্রমাণ পেশ করিয়াছে, তাহা যুগের আবর্ত্তের সঙ্গে সঙ্গে উহার কঠোর বিরুদ্ধবাদীগণও সম্যক ও সর্বতোভাবে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। এই জামাত স্বীয় প্রচার উদ্দীপনা এবং খ্রীষ্ট ধর্মের উপর ক্রমাগত আক্রমণ সমূহের দ্বারা মুসলমানদের অন্তরে দৃঢ় প্রত্যয় ও আস্থার মনোভাব সৃষ্টি করিয়াছে। যদিও ইহা সত্য যে, সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদের (আঃ) ব্যক্তিগত দাবী সমূহ এখনও স্বীকৃতি লাভ করে নাই, তথাপি এই আন্দোলন মুসলমানদের অন্তরে এই বিশ্বাস জন্মাইতে নিশ্চয়ই সমর্থ হইয়াছে যে ইউরোপের বর্তমান উন্নতির উৎস খ্রীষ্ট ধর্ম নয়, এবং দুনিয়ার সত্য ধর্ম একমাত্র ইসলাম। বস্তুতঃ ইহাই আহ্‌মদীয়া আন্দোলনের বুনিয়াদি বৈশিষ্ট্য।" (দৈনিক আল ফজল, ২৩ শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭৬ ইং)

অনুবাদ :—আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ

সংবাদ

সুইডিস প্রেস হইতে : দৈনিক আরবাটেতে

'শহরতলীর আবাসিক এলাকায় স্কান্দিনেভিয়ার প্রথম মসজিদ'

— ক্ল্যায়েস লরেন্স

গোটেনবার্গ : সুইডেন তাহার প্রথম মসজিদ লাভ করিল। স্বয়ং খলীফা হযরত মির্যা নাসের আহমদ শুক্রবারে গোটেনবার্গে ইহার উদ্বোধন করিয়াছেন। এই মুসলিম ধর্মীয় সৌধটি হগস্‌বোহজ্‌ডের ভিলা সমূহ এবং বহুতলবিশিষ্ট গৃহসমূহের মাঝামাঝি স্থানে অবস্থিত। গম্বুজ এবং মিনারা সত্ত্বেও ইহা পরিবেশের সঙ্গে সুন্দর ভাবে খাপ খাইয়াছে। কেননা, একজন সুইডিস স্থপতিই এই আধুনিক সৌধটির পরিকল্পনা করিয়াছেন। প্রাচ্যের ঐতিহ্য অনুসারে নির্মীত মসজিদ গুলির সঙ্গে ইহার বড় একটা মিল নাই।

'এই মসজিদ শান্তি, প্রেম ও বন্ধুত্বের বাণী বহণ করিয়া আনিয়াছে। ইহাই আমাদের ধর্মের মর্মকথা।' ইহা ব্যাখ্যা দান করেন খলীফা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে। ইহাই শুধুমাত্র ইসলামী জামাত, যাহা সারা দুনিয়া ব্যাপী ইসলাম প্রচারে ব্যাপৃত—একথা আমাদেরকে বলেন মাসুদ আহমদ দেহলভী। মাসুদ দৈনিক আল-ফজল পত্রিকার সম্পাদক। ইহা প্রকাশিত হয় পাকিস্তানের রবওয়া হইতে। এখানেই খলীফা বাস করেন।

খলীফা হইলেন হযরত মির্যা গোলাম আহমদের তৃতীয় প্রতিনিধি, যিনি, মাসুদের ব্যাখ্যা মতে, প্রতিশ্রুত মসিহ্। খলীফা তাঁহার ধর্মীয় অনুসারীদের দ্বারা অতিশয় সম্মানিত। আহমদীয়া আন্দোলন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, গোলাম আহমদই হলেন প্রতিশ্রুত মসিহ্, এবং এরা সারা বিশ্বব্যাপী অমুসলিমদের মধ্যে মোহাম্মদ (সাঃ)-এর শিক্ষা বিস্তারের কাজে নিয়োজিত।

খলিফা বলেন, আমরা আশা করি যে, খৃষ্টানরা উপলব্ধি করিবেন যে, আমাদের যাবতীয় সমস্যার সমাধান রহিয়াছে মোহাম্মদ (সাঃ আঃ)-এর শিক্ষায়। আমাদের নিজেদের বুদ্ধি-জ্ঞান দুনিয়ার সমস্যাগুলির সমাধান দিতে পারে নাই।

আহমদীয়া মিশন সারা বিশ্বে জামাত ও মসজিদ স্থাপনের মাধ্যমে তাহাদের কাজ চালাইয়া যাইতেছে। গোটেনবার্গ মসজিদটি ইউরোপের সপ্তম মসজিদ। অষ্টম মসজিদটি নির্মীত হইবে দু'বৎসরের মধ্যে নরওয়ের অস্‌লোতে। সুইডেনে প্রায় ৬,০০০ মুসলমানের বাস। তন্মধ্যে গোটেনবার্গে থাকেন ৫০০। এদের অধিকাংশই যুগোশ্লাভিয়া, তুরস্ক ও পাকিস্তান হইতে আগত। গোটেনবার্গের মুসলিম সম্প্রদায় তাদের কাজ শুরু করেন ২০ বছর আগে।

এদেশে আমরাই সম্ভবতঃ সর্বাপেক্ষা বেশী তৎপর, বলেন গোটেনবার্গ মুসলিমদের নেতা ইমাম কামাল ইউসুফ।

যদি আপনি মুসলমান হন, তবে আপনাকে দিনে পাঁচবার নামাজ আদায় করতে হবে। প্রথম বার সকাল ৬ টার দিকে এবং শেষের বার সন্ধ্যার ঘণ্টা খানেক পরে। সুইডিস মধ্যগ্রীষ্মে অবশ্য ইহাতে কিছুটা বিলম্ব হইবে। আপনাকে মক্কামুখী হইতে হইবে, ওখানেই ইসলামের পবিত্র কেন্দ্র কাবা মসজিদ অবস্থিত। হগস্‌বোহজডের মসজিদে নামাজের সুবিধার জন্য কাবামুখে একটি চিহ্ন ফলক রাখা হইয়াছে।

নামাজের স্থানটি তিনভাগে বিভক্ত। ছোটা ছোট দুইটি কামরায় মহিলাদের এবং বাচ্চাদের জন্য আলাদাভাবে জায়গা করা আছে যাহাতে তাহারা পুরুষদের এবাদতের সময় গোলমাল না করে। এই ব্যবস্থা মুসলিমদের জন্য সাঠিক হইলেও পাশ্চাত্যবাসীদের কাছে দৃষ্টি কটু। পাহাড়ের উপরে অবস্থিত মসজিদটিকে ইহার কমলাকৃতি গম্বুজ সহ পরিষ্কার দেখা যায়। ইহার নির্মানে খরচ হইয়াছে দশ লাখ ক্রনার। নামাজের হল ছাড়াও ইহাতে আছে সভাকক্ষ, পাঠাগার, অফিস এবং মিশনারীদের জন্য বাসগৃহ। নামাজের সময় ছাড়াও মুসলমানরা অন্য সময়ে এখানে সম্মিলিত হইতে পারিবেন। এই মসজিদের যিনি পরিকল্পনা করিয়াছেন সেই স্থাপতির নাম নীল্‌স নীলসন। মাত্র বছর খানেক আগে তাঁহাকে টেলিফোনে গোটেনবার্গে একটি মসজিদের পরিকল্পনার জন্য অনুরোধ করা হয়। জবাবে নীল্‌স নীলসন বলেন 'ঠিক আছে, চেষ্টা করবো' মসজিদ সম্পর্কে নীলসনের জানাশোনা ছিল ; কারণ, তিনি মধ্যপ্রাচ্যে একাজ অনেকবার করিয়াছেন।

ফলে, এই অধুনিক বিল্ডিংটি সুইডিস দালান কোঠার ছাঁচে নির্মান করা সম্ভব হইয়াছে। এই বিল্ডিং এর একটা উল্লেখযোগ্য নুতন বিশেষত্ব এই যে, ইহার বিসাল বিসাল জানালার পথে দূরদিগন্তের রমনীয় দৃশ্যাবলী অবলোকনা করা যায়। অসলোতে যে মসজিদ নির্মান করা হইবে, তার পরিকল্পনার জন্যেও নীলস নীলসনকে অনুরোধ করা হইয়াছে। —(আরবাটেট) [আহমদীয়া বুলেটিন : লণ্ডন হইতে উদ্ধৃত]

অনুবাদ ঃ শাহ্‌ মোস্তাফিজুর রহমান

আমেরিকান প্রেস হইতে : দৈনিক রেকর্ড এন, জে,এস,

'ইসলাম একমাত্র পথ' বলেন প্রতিশ্রুত পুরুষের পৌত্র।

—জন মুলা

ম্যাডিসন : পবিত্র ভাবগম্ভীর প্রপিতামহ সেই ব্যক্তির সঙ্গে প্রার্থনা করিতে আবেগ আপ্লুত অনেক মানুষের চক্ষুই অশ্রু সিক্ত হইয়াছিল। মহিলা প্রতিনিধিদের প্রায় সবাই কাঁদিতেছিলেন, যদিও তাঁরা 'বার্ল আইভস্'এর ন্যায় এই মানুষটিকে দেখিতে পাইতেছিলেন না, শুধু তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইতেছিলেন কলেজ জিমনেসিয়ামে একটা পার্টিশনের আড়াল হইতে।

এই মানুষটি ছিলেন হযরত মির্যা নাসের আহমদ প্রতিশ্রুত পুরুষের পৌত্র এবং তৃতীয় খলীফা। তাঁহার এক কোটি আহ্‌মদীয়া অনুসারীর মধ্যে এখানকার ছয় শ জনের জন্য তাঁহার পয়গাম ছিল—ইসলামের বাহিরে মানবতার জন্য আর কোনো পথ নাই।

সপ্তাহান্তে ড্রু ইউনিভার্সিটিতে আহুত আহমদীয়া আন্দোলনের উত্তর আমেরিকান সম্প্রদায়ের এই ২৯তম সালানা জলসায় সমাগত মুমিনদের মধ্যে মহিলারা ছিলেন, টিলা পোষাক, শাড়ী এবং বোরকা পরিহিত।

সপ্তাহান্তে, টেনিস খেলোয়াড় এবং সেক্সপীয়ার উৎসবের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের ভিড় ঠেলিয়া তাহারা শুক্রবার এবং শনিবারে জমায়েত হইয়াছেন প্রার্থনার জন্য এবং তাহাদের তবলীগি সম্প্রদায় সম্পর্কে ভাবের-আদান প্রদানের জন্য। তাহাদের বর্ণনা মোতাবেক এই সম্প্রদায়ই হইল "এই নিরেট বস্তুতান্ত্রিক পরিবেশের মধ্যে একমাত্র খাঁটি ইসলামিক সম্প্রদায়।"

"সত্য ইহাই যে, খৃষ্টধর্ম এই পৃথিবীর সমস্যাবলী সমাধানে ব্যর্থ হইয়াছে" বলেন আহমদ। তাহার প্রপিতামহ প্রতিশ্রুত মাহ্‌দী। তিনি বলেন, সেই প্রতিশ্রুত পুরুষই ইসলামের দ্বারা দুনিয়ার যাবতীয় সমস্যা সমাধানে সক্ষম।

একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণে আহমদ বলেন, আমেরিকায় সকল সমস্যার একমাত্র সমাধান হইতেছে ইসলাম। শান্তির জন্য একপ্রকার ঐন্দ্রজালিক সুরধ্বনিতে নিমগ্ন হইয়া তিনি প্রতিনিধি বৃন্দ সহ নীরবে প্রার্থনা করেন, যে প্রার্থনা সমাগত শ্রোতৃবৃন্দের কান্নায় ভিজিয়া উঠিয়াছিল। অদীক্ষিত ইহুদী খৃষ্টানরা ঠিক বুঝিতে পারিতেছিল না যে, এই সকল লোক তাঁহাদের আধ্যাত্মিক নেতাকে সশরীরে দেখিতে পাওয়ার আনন্দেই কাঁদিতেছে, না, তাঁহার আসন্ন বিদায়ের শোকে কাঁদিতেছে।

আহমদের পিতামহ কাদিয়ানের (পাঞ্জাব) হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) এই তবলীগি সম্প্রদায়টির প্রতিষ্ঠা করেন ১৮৮৯ সালে, মুখ্যত দুনিয়ার প্রধান প্রধান ধর্মগুলিকে এক সার্বজনীন ইসলামের আওতায় আনার উদ্দেশ্যে। প্রতিশ্রুত মসীহ-এর দাবী ছাড়াও তিনি খৃষ্টের দ্বিতীয় আবির্ভাবের এবং হিন্দু কৃষ্ণের অবতার এবং মোহাম্মাদ (সাঃ আঃ)-এর বুরুজ বা প্রতিবিম্ব-প্রতিনিধির দাবী পেশ করেন।

মিডওয়েষ্ট মিয়ানের মিশনারী মোহাম্মদ ইব্রাহিম বলেন, "যাহা আহমদীদেরকে অন্যান্য মুসলমান এবং অপরাপর ধর্মাবলম্বী হইতে আলাদা রাখিয়াছে তাহা হইতেছে, ক্রমাগতভাবে ওহী বা ঐশীবাণী অবতীর্ণ হওয়ার বিশ্বাস। খোদা যদি অতীতে কথা বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি আজও নিশ্চয় কথা বলেন।

ইহা ছাড়া নবী রসুলগণের সার্বজনীনতার বিশ্বাসও এই সঙ্গে রহিয়াছে, যাহা আমাদেরকে একত্রিত করে, দুনিয়াকে ঐক্যবদ্ধ করে।"

তিনি বলেন, আর একটি মূল আকিদা হইতেছে, আহমদ (আঃ) কতৃক প্রদত্ত ইসলামী জেহাদের বা ধর্মযুদ্ধের পুণর্ব্যাখ্যা মতে তরবারির পরিবর্তে কলমের সাহায্যে ধর্ম প্রচার করা এবং পার্থিব ব্যাপারে পার্থিব কতৃপক্ষের অনুগত থাকা। ব্যাপারটা যেন সীজারের নিকটে খৃষ্টানদের আনুগত্যের মতই। আহমদ (আঃ) নিজেকে প্রত্যাদিষ্ট নবী দাবী করার অজুহাতে গোঁড়া মুসলমানরা আহমদীদেরকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। কেননা মুহাম্মদ (সাঃ আঃ) কে ইসলামের শেষ নবী বলিয়া মনে করা হয়।

আহমদ (আঃ)-কতৃক ইসলামের উদার ব্যাখ্যা দান বিশেষতঃ ইহার সমাজিক ন্যায়নীতি এবং মানবধিকারের সমতার ক্ষেত্রে যে ব্যাখ্যা তিনি দান করিয়াছেন, তাহা মূলতঃ মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং বর্ণ বৈষম্যবিরোধীদের কাছে নিশ্চিত আবেদন সৃষ্টি করিয়াছে এবং উহা আমেরিকার কৃষ্ণকায় মুসলমানদের সামাজিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিরও সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

পুরুষেরা এবং স্ত্রীলোকেরা আলাদা আলাদা দরজা দিয়া মিলনায়তনে (জিমনেসিয়াম) প্রবেশ করিয়াছিল। উভয়ের মাঝখানে ছিল পার্টিশান, যাহার দরুণ একে অপরের দৃষ্টির আড়ালে ছিল, যদিও অপরদিক হইতে মাঝে মধ্যে ছেলেমেয়েদের গোলমাল শোনা যাইতেছিল। আহমদ সহ সব বক্তাই পুরুষদের দিক হইতে বক্তৃতা করিয়াছেন—ফলে তাহারাও মহিলাদের দৃষ্টির বাহিরেই ছিলেন।

নারী-সমাজের বিশেষ বিশেষ সমস্যার উপরে আলোচনার জন্য মহিলাদের একটা বিশেষ অধিবেশনেরও ব্যবস্থা ছিল।

"আহমদীয়ান ইসলামের একটি মৌল শিক্ষা হইল প্রতিটি মানুষেরই দৈহিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক এবং মানসিক বৃত্তি সমূহের পূর্ণ বিকাশ সাধন করিতে হইবে। এজন্য অবশ্যই স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই সমান অধিকারের সমতা বিধান করিতে হইবে, বলিয়াছেন রসুল (সাঃ আঃ)। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, আল্ কোরআনে নারীর অধিকারকে সমুন্নত রাখার জন্য পুরুষের প্রতি আদেশ দেওয়া হইয়াছে।" এই কথাগুলি বলা হইয়াছে একটি প্রেস রিলিজে। ইহাতে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, এই সম্প্রদায়ের সদর দপ্তর রবওয়াতে (পাকিস্তান) শিক্ষিতের হার শতকরা একশ'জন। পক্ষান্তরে, সারা দেশের শিক্ষিতের হার শতকরা সাতজন মাত্র। যাহারা বাহিরের ভীড়ে ঘোরা ফেরা করিয়াছেন, তাহারা পাকিস্তানী, হিন্দুস্থানী এবং আফ্রিকান ও ইয়োরোপীয়ান ভাষা সমূহের মিশ্রিত ধ্বনি শুনিতে পাইয়াছেন। বর্ণাঢ্য ঢিলা বোরকা পরিহিত জনৈক কৃষ্ণাঙ্গ মহিলাকে জিজ্ঞাসা করা হইল যে, এই আলাদা এবং অসম সুবিধাদি সম্পর্কে তাহার মতামত কি এবং ইহা কেমন লাগিতেছে তাহারা কাছে?— জবাবে তিনি স্বরিৎগতিতে বলেন :

"আমি কোনো প্রতিনিধি নই। এমন কি আমি মুসলমানও নই। আমি একজন বক্তার মা। আমার ছেলের বন্ধুরা আমাকে এই বহির্বাস পরিয়েছে। কেননা, তিনি (মহিলা) বলেন, আমার দেহটি মুসলিম দেহ। তাঁরা সব সময়েই ভদ্রলোকদের, মহিলাদের থেকে আলাদা রাখেন। সাধারণভাবে, এটা আমি কোথাও দেখিনা, তবে এটার কিছুটা উপকারীতা আছে।" বলেন ভদ্রমহিলা। (আহ্‌দীয়া বুলেটিন : লণ্ডন)

অনুবাদ : শাহ মোস্তাফিজুর রহমান

সৈয়দনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)-এর
আমেরিকার ডেইটন শহরে সাংবাদিক সাক্ষাৎকার

ডেইটন (ওহোইউ ষ্টেট আমেরিকা), ২রা আগষ্ট :

হযরত আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসীহ্ সালেস (আইঃ)-এর কর্মসূচী অনুযায়ী সকাল ১১ টায় বাল্টিমোর টাওয়ার হোটেলে, যেখানে তিনি অবস্থান করিতেছিলেন, একটি সাংবাদিক সাক্ষৎকার শুরু হওয়ার কথা। কিন্তু ডেইটন হইতে প্রকাশিত সুবিখ্যাত দৈনিক 'ডেইটন ডেইলী নিউজ'-এর রিপোর্টার মিস কেথলীন ক্রাম সোয়া দশটাতেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি জনাব প্রাইভেট সেক্রেটারী সাহেবের মাধ্যমে হুজুরের খেদমতে অনুরোধ জানাইলেন যে, ১১ টায় তাঁহার এক জরুরী কাজ থাকায় নির্ধারিত প্রেস কনফারেন্সের পূর্বেই তাঁহাকে পৃথক ভাবে সময় দেওয়া হউক। হুজুর তাঁর অনুরোধ গ্রহণ করেন এবং তাঁকে সাক্ষাৎকারের অনুমতি দান করেন।

সাক্ষাৎকারে হুজুর তাহার কতকগুলি প্রশ্নের উত্তর দেন। প্রথম প্রশ্ন ছিল এই যে, আপনার আমেরিকায় আগমন এবং এখানকার বিভিন্ন শহর সফর করার উদ্দেশ্য কি ?

হুজুর বলিলেন, আমি এখানে জামাত আহ্মদীয়ার সদস্যবৃন্দ এবং অন্যান্য আমেরিকান নাগরিকদের সহিত দেখা করিতে আসিয়াছি। বিশেষতঃ আমি আমেরিকার অধিবাসীদিগকে একথা জানাইতে আসিয়াছি যে, তাহাদের সমস্যাবলীর সমাধান ইসলামের অতি প্রিয় ও হৃদয়গ্রাহী শিক্ষার অনুশীলনের মধ্যেই নিহিত আছে।

সংবাদিক জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার উদ্দেশ্য কি আমেরিকাবাসীকে মুসলমান বানানো ? হুজুর বলিলেন, আমরা শুধু আমেরিকাবাসীকেই নহে, বরং বিশ্বজোড়া সকল মানুষকে মুসলমান করিতে চাই, কিন্তু আমাদের জামাত একটি শান্তিপূর্ণ এবং কঠোর ভাবে আইনানুবর্ত্তিতাকারী জামাত ; আমরা শান্তিপূর্ণ উপায়ে প্রচারের মাধ্যমে সমগ্র মানবজাতিকে ইসলামের আওতাভূক্ত করিতে চাই। হুজুর আরও বলেন যে, আমি ঘৃণা এবং বিদ্বেষে বিশ্বাসী নই। না তো আমি আমার অন্তরে কাহারো প্রতি কোনও শত্রুতার মনোভাব পোষণ করি, না তো আমি কাহারো দুশমন এবং না অন্য কাহাকেও নিজের দুশমন বলিয়া মনে করি। প্রেম, ভালবাসা এবং নিঃস্বার্থ সেবার মাধ্যমে সমগ্র মানবজাতির নিকট ইসলামের পয়গাম পেঁাছাইতে চাই এবং তাহাদিগকে জানাইতে চাই যে, তাহাদের প্রকৃত কল্যাণ ও সফলতা একমাত্র ইসলামের সহিতই সংযুক্ত রহিয়াছে।

মিস কেথলীন জিজ্ঞাসা করেন, আপনি কি সংক্ষিপ্ত কোন পয়গাম দেওয়া পছন্দ করিবেন ? হুজুর বলেন, সমস্ত মানব জাতির জন্য আমার পয়গাম এই যে, তাঁহারা পরস্পরের মধ্যে একে অন্যকে ভালবাসিতে শিখুন। দুঃখের বিষয় এই যে, এ জামানায়

মানুষ মানুষকে ভালবাসিতে বিস্মৃত হইয়াছে। সেই জন্য নিত্য নূতন সমস্যাদির উদ্ভব হইতেছে। তাহা সমাধানের কোন উপায় মানুষ খুঁজিয়া পাইতেছে না।

সাংবাদিক প্রশ্ন করিলেন যে, আপনি কি মনে করেন যে, আপনি আপনার এই উদ্দেশ্যে সফল হইতে পারিবেন? হুজুর বলেন, আমরা প্রেম, ভালবাসা ও নিঃস্বার্থ সেবার দ্বারা মানুষকে ইসলামের দিকে ডাক দিয়া তাহাদিগকে পরস্পর একে অন্যের সহিত ভালবাসার পাঠ দিতে থাকিব। আমরা ইহাতে দৃঢ় বিশ্বাস রাখি যে, এক দিন আসিবে যখন দুনিয়ার সমগ্র মানুষই আমাদের ডাকে কর্ণপাত করিবে এবং উহাতে সাড়া দিয়া সত্যকে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইয়াবে। মানবজাতি এ জমানায় তাহাদের সৃষ্টির প্রকৃত উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়াছে। সভ্যতার বাগাড়ম্বর সত্বেও মানুষ খোদার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছে। সেই জন্য তাহারা অন্ধকারবাসীর মধ্যে হাতড়াইতেছে, এক অন্ধকার হইতে বাহির হইয়া আর এক অন্ধকারে পতিত হইতেছে। আহ্‌মদীয়ত যাহা প্রকৃত ইসলামেরই নামান্তর মাত্র, উহা শুধু এ উদ্দেশ্যেই আসিয়াছে যে, উহা যেন মানুষকে খোদাতায়ালার দিকে আহ্বান করে, যাহাতে খোদাতায়ালার সহিত তাহাদের জিন্দা সম্পর্ক কায়েম হয়। আমাদের জামাতে হাজারো ব্যক্তি এমন আছেন যাহাদের খোদার সহিত জীবন্ত সম্পর্ক রহিয়াছে, তিনি তাহাদের সহিত কথা বলেন, তাহাদিগকে ভবিষ্যতে সংঘটিত হইবে এমন ঘটনাবলীর সংবাদ পূর্বেই দান করেন এবং ইহজীবনে তাহাদেরকে পথ প্রদর্শন করেন।

হুজুর উক্ত বিষয়ের প্রমাণ স্বরূপ মিস কেথলিনকে বলেন যে, খোদাতায়ালা আমাদিগকে বলিয়াছেন যে, ইসলাম সারা বিশ্বে বিস্তার লাভ করিবে, অর্থাৎ সমগ্র মানবজাতি কিংবা তাহাদের বিপুল সংখ্যা গরিষ্ঠ অংশ ইসলাম কবুল করিবে এমন কি কমিউনিষ্টগণও, যাহারা নিজ ধারণা অনুযায়ী আসমান হইতে খোদাতায়ালার অস্তিত্বকে এবং জমীন হইতে তাঁহার নামকে মুছিয়া ফেলিতে চায়, তাহারাও ইসলামের কোলে আশ্রয় লাভ করিবে এবং খোদা-তায়ালার প্রকৃত বান্দা হইয়া দুনিয়াতে জীবন যাপন করিবে।

সাংবাদিক জিজ্ঞাসা করেন যে, এখন পর্যন্ত আপনার আন্দোলন আমেরিকায় বেশীর ভাগ কৃষ্ণাঙ্গ আমেরিকানদের মধ্যে গৃহীত হইয়াছে। পক্ষান্তরে শ্বেতাঙ্গ আমেরিকানরা ইহার প্রতি অনেক কম দৃষ্টি দিয়াছে। ইহার কারণ কি? হুজুর বলেন, আমরা কালো ও ধলার মধ্যে মোটেই কোন পার্থক্য করি না। আমাদের দৃষ্টিতে, মানুষের সম্পর্ক যে কোন বংশ ও বর্ণের সহিত থাকুক না কেন, সকল মানুষই সমান। ইসলাম মানুষে মানুষের মধ্যে পূর্ণ সাম্যের শিক্ষা দেয়। সেই জন্য আমরা ইসলামের বাণী পৌঁছাইবার ব্যাপারে কোন পার্থক্য করা বৈধ মনে করি না। শ্বেতাঙ্গ জাতিগুলি অবশ্য এখনও এই দিকে বেশী মনোযোগী হয় নাই তথাপি এমনও নয় যে, সাদা জাতির কেহই ইসলাম গ্রহণ করেন নাই। ইউরোপ ও আমেরিকার বহু সংখ্যক

ইসলাম কবুল করিয়াছেন। যদিও তাহাদের সংখ্যা এখনও কম, তথাপি আমরা আশা রাখি যে যদি আমাদের মুবাল্লেগগণ সঠিক ভাবে কাজ করেন, তাহা হইলে শ্বেতাঙ্গ জাতির লোকগণও অধিক সংখ্যায় ইসলামে প্রবেশ করিবে।

অবশেষে কেথলীন ক্রাম অনুরোধ জানান যে, ডেইটনবাসীদের উদ্দেশ্যে আপনি কি বাণী দান করিবেন? হুজুর বলিলেন, আমি চাই, আপনি যেন ডেইটনের নাগরিকদিগকে আমার এই পয়গাম পৌঁছাইয়া দেন যে, আমি তাহাদের জন্য দোওয়া করি যে, আল্লাহ্-তায়ালা যেন তাহাদিগকে তাঁহার অনুগ্রহরাজী দ্বারা ভূষিত করেন। ইহাই সর্বোত্তম তোহ্ফা যাহা আমি তাঁহাদের নিকট পেশ করিতে পারি।

এই প্রেস ইন্টারভিউ প্রায় পঁচিশ মিনিটকাল অব্যাহত থাকে। ইহার কয়েক মিনিট পরই নির্ধারিত সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে যোগদানের উদ্দেশ্যে অন্যান্য স্থানীয় সংবাদিক এবং রেডিও, টেলিভিশনের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত হইতে আরম্ভ করিলেন। হুজুর তাঁহার কক্ষের সংলগ্ন প্রশস্ত ড্রইংরুমে তাঁহাদের সহিত সাক্ষ্যাৎ করেন এবং তাঁহাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দান করেন। (ক্রমশঃ)

অনুবাদ: আহ্মদ সাদেক মাহমুদ

খোদ্দামের বার্ষিক ইজতেমা স্থগিত

বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার ২৯, ৩০, ৩১শে অক্টোবর তারিখে অনুষ্ঠিতব্য বার্ষিক ইজতেমা অপাততঃ স্থগিত রাখা হইল।

—নায়েব সদর মজলিসে খোঃ আঃ

আমেরিকায় ঈদের জামাত

এবারে খুব আনন্দ উদ্দীপনার সঙ্গে আমেরিকান মুসলমানরা ঈদ উদযাপন করেন। ভয়েস অব আমেরিকার খবরে প্রকাশ, ওয়াশিংটন শহরের ঈদের প্রধান জামাত অনুষ্ঠিত হয়। ইহা ছাড়া, সমগ্র আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে "কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের" ঈদের নামাজের জামাত অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

—এস এ নিজামী

চট্টগ্রাম মজলিসে খোদ্দামুল আহ্মদীয়ার বার্ষিক ইজতেমা

আগামী ২৪শে অক্টোবর রোজ রবিবার চট্টগ্রাম মজলিসে খোদ্দামুল আহ্মদীয়ার ৬ষ্ঠ বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হইবে, ইনশাল্লাহ্। ইজতেমা সকাল হইতে শুরু হইবে। ইজতেমা যেন সকল দিক হইতে বরকতময় হয় সেই জন্য সকল বন্ধুগণকে দোয়া করার অনুরোধ জানান হইতেছে।

"এতায়াত ও কওলে মা'রুফ"

আমিরুল মোমেনীন হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সালেস (আইঃ)

"আমরা হযরত ইমাম মাহ্দী মসীহ মওউদ (আঃ)-এর মান্যকারী; তাঁহার মাধ্যমেই হযরত মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সৌন্দর্য অবলোকন করিয়াছি। তিনি বলিয়াছেন, যে ব্যাক্তি খোদাতায়ালার এশ্ক ও প্রেমে বিভোর হয়, তাহার এ কথার কোন চেতনাও থাকে না যে, কেহ তাহার প্রশংসা করিতেছে কি না, তাহাকে কেহ গালমন্দ দিতেছে কি না। সে আল্লাহতায়ালার প্রেমে বিভোর থাকে।

دل ریش رفتہ بکوئے دگر - ز تحسین و لعن جہاں بے خبر

সুতরাং খোদাতায়ালার এশ্কে বিভোর হওয়ার যে বাস্তব বিষয়টি রহিয়াছে, উহারই দিকে ان تنصروا اللہ ("ইনতানসারুল্লাহ" সুরা মোহাম্মদ : ৮) আয়াতাংশে ইশারা করা হইয়াছে। অর্থাৎ, যদি তোমরা সেই আত্মোৎসর্গের মনোভাব ও মানসিকতার সহিত আল্লাহ্তায়ালার দ্বীনের সাহায্য কর, এবং কিছু এদিকে এবং কিছু অন্য দিকে না যাও (অতঃপর এই আয়াত গুলির মধ্যে বলা হইয়াছে, যাহা আমি তেলাওয়াত করি নাই, উহাদের অর্থ বর্ণনা করিতেছি যে,) তোমরা ইহা বলিও না যে, আমরা কতক বিষয়ে এতায়াত করিব এবং কতক বিষয়ে নিজেদের ইচ্ছার অনুসরণ করিব। আল্লাহ্তায়ালা বলেন যে, যদি তোমরা কতক বিষয়ে নিজেদের ইচ্ছা চালাইবে এবং কতক বিষয়ে আমার এতায়াত করিবে, তাহা হইলে আমার সমস্ত লা'নত তোমাদের উপরে পড়িবে। তিনি বলেন, আমি ইহা বলিব না যে, আমার রহমত হইতে কিছু অংশ গ্রহণ কর এবং কিছু আমার কহর হইতে হিস্সা লাভ কর।

সুতরাং ان تنصروا اللہ (ইন্তানসারুল্লাহা) আয়াতে ব্যক্ত মনোভাব ও মানসিকতার সৃষ্টি হওয়া বড়ই জরুরী বিষয়। বিশেষতঃ একজন আহ্মদীর জন্য ইহা খুব জরুরী, এবং আমহদীদের মধ্যে সেই শ্রেণীর লোকদের জন্য আরও জরুরী, যাহারা আল্লাহ্তায়ালার সহিত এক নুতন আঙ্গীকারে আবদ্ধ হইয়াছেন যে, 'আমরা আমাদের জীবন তোমার দ্বীনের উদ্দেশ্যে তোমারই পথে ওয়াক্ফ করিতেছি।'

ان تنصروا اللہ (ইন্তানসারুল্লাহ্) আয়াতে যে মনোভাব ও মানসিকতার দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে উহার আরও ব্যাখ্যা আল্লাহতায়ালার এই আয়াতেও রহিয়াছে। আল্লাহতায়ালা বলেন: طاعۃ وقول معروف—কামেল ও পূর্ণ এতায়াত করিতে হইবে এবং বিনা বাক্য ব্যয়ে এতায়াত করিতে হইবে। নেক কথার মাধ্যমে খোদাতায়ালার মহব্বত নিজেদের অন্তরে সৃষ্টি করিতে হইবে। কওলে মা'রুফ-এর মধ্যে নেকীর কথাগুলিকে বিস্তার দেওয়ার অর্থও আসে। কুরআনের প্রচার করাও ইহার অর্থের অন্তর্ভুক্ত এবং পরস্পরের মধ্যে একে অন্যের সম্বন্ধে এবং মানবজাতির সম্বন্ধে নেক কথা বলাও ইহার অর্থ।"

(জুমার খোৎবা : ২৪ শে মার্চ, ১৯৭২ ইং; আল-ফজল : ১০ই আগষ্ট, ১৯৭৬ ইং)

অনুবাদ : আহ্মদ সাদেক মাহ্মুদ

শতবার্ষিকী আহমদীয়া জুবিলী পরিকল্পনার রূহানী কর্ম-সূচী

শতবার্ষিকী আহমদীয়া জুবিলীর বিশ্বব্যাপী রূহানী পরিকল্পনা সফলতার উদ্দেশ্যে সৈয়দেনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) জমায়াতের সামনে দোয়া এবং ইবাদতের যে এক বিশেষ কর্ম-সূচী রাখিয়াছেন, উহা সংক্ষেপে নিম্নে দেওয়া গেল :

(১) জামায়াতে আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠার প্রথম শতবার্ষিকী পূর্ণ হওয়ার আগ পর্যন্ত অর্থাৎ আগামী ১৮০ মাস পর্যন্ত প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে সোম বা বৃহস্পতিবারের কোন এক দিন জামায়াতের সকলে নফল রোযা রাখুন।

(২) এশার নামাযের পর হইতে ফজর নামাযের আগ পর্যন্ত সময়ে প্রত্যেক দিন ২ রাকায়াত নফল নামায পড়িয়া ইসলামের বিজয়ের জন্য দোয়া করুন।

(৩) কমপক্ষে সাতবার সূরা ফাতিহা পাঠ করুন।

(৪) নিম্নলিখিত দোওয়া নির্ধারিত সংখ্যায় পাঠ করুন :—

(ক) "সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযিম, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদিউঁ ওয়া আলে মুহাম্মাদ" অর্থাৎ, "আল্লাহ্ পবিত্র ও নির্দোষ এবং তিনি তাঁহার সার্বিক প্রশংসা সহ বিরাজমান। তিনি পবিত্র, মহান। হে আল্লাহ, মোহাম্মদ এবং তাঁহার বংশধর ও অনুগামীগণের উপর বিশেষ কল্যাণ বর্ষণ কর।" —দৈনিক কমপক্ষে ৩৩ বার

(খ) "আসতাগ ফিরুল্লাহা রাব্বি মিন কুল্লি জামবিউঁ ওয়া আতুবু ইলাইহি" অর্থাৎ, "আমি আমার রব আল্লাহ্র নিকট আমার সকল পাপের ক্ষমা ভিক্ষা করি এবং তাঁহার নিকট তৌবা করি।" —দৈনিক কমপক্ষে ৩৩ বার

(গ) "রাব্বানা আফরিগ আলাইনা সাবরাওঁ ওয়া সাব্বিত আকদামানা ওয়ানসুরনা আলাল কাওমিল কাফিরিন" অর্থাৎ, "হে আমাদের রব, আমাদিগকে পূর্ণ ধৈর্য দান কর এবং আমাদের পদক্ষেপ সুদৃঢ় কর এবং আমাদিগকে অবিশ্বাসী দলের মোকাবেলায় সাহায্য ও সফলতা দান কর।" —দৈনিক কমপক্ষে ১১ বার

(ঘ) "আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলুকা ফি নুহুরিহিম ওয়া নাউযুবিকা মিন শুরুরিহিম" অর্থাৎ, "হে আল্লাহ, আমারা তোমাকে তাহাদের অন্তরে বা মোকাবেলায় রাখি, (যাহাতে তুমি তাহাদের মনে ভীতি সঞ্চার কর বা তাহাদিগকে বিরত রাখ) এবং আমরা তাহাদের দুষ্কৃতি ও অনিষ্ট হইতে তোমারই আশ্রয় ভিক্ষা করি।" —দৈনিক কমপক্ষে ১১ বার

(ঙ) হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল নি'মাল মাউলা ওয়া নি'মান নাসির" অর্থাৎ, "আল্লাহ্ই আমাদের জন্য যথেষ্ট তিনি উত্তম কার্যনির্বাহক, তিনিই উত্তম প্রভু ও অভিভাবক এবং তিনিই উত্তম সাহায্যকারী।" —যত অধিক সংখ্যায় পড়া যায়

(চ) "ইয়া হাফিযু ইয়া আজিজু ইয়া রাফিকু, রাব্বি কুল্লু শাইয়িন খাদিমুকা রাব্বি ফাহ্ফাজনা ওয়ানসুরনা ওয়ারহামনা" অর্থাৎ, "হে হেফাযতকারী, হে পরাক্রমশালী, হে বন্ধু, হে রব, প্রত্যেক জিনিষ তোমার অনুগত সেবক, সুতরাং আমাদিগকে রক্ষা কর, সাহায্য কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর।" —যত অধিক সংখ্যায় পড়া যায়

আহ্‌মদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্‌মদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ুস সুলেহ্" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে কুরআন শরীফে আল্লাহ্‌তায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত, তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন শুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোট কথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অথবা সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহলে সুন্নত জামাতের সর্ববাদী-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কেয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"

অর্থাৎ, সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ।"

(আইয়ামুস সুলেহ্, পৃঃ ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Mollah, at Ahmadiyya Art Press,
for the proprietors, Bangladesh Anjuman e Ahmadiyya,
4, Bakshibazar Road, Dacca —1
Phone No. 283635
Editor : A. H Muhammad Ali Anwar